শহীদের ফাযায়েল ও মাসায়েল

মাওলানা যুবায়ের আশরাফ উসমানী
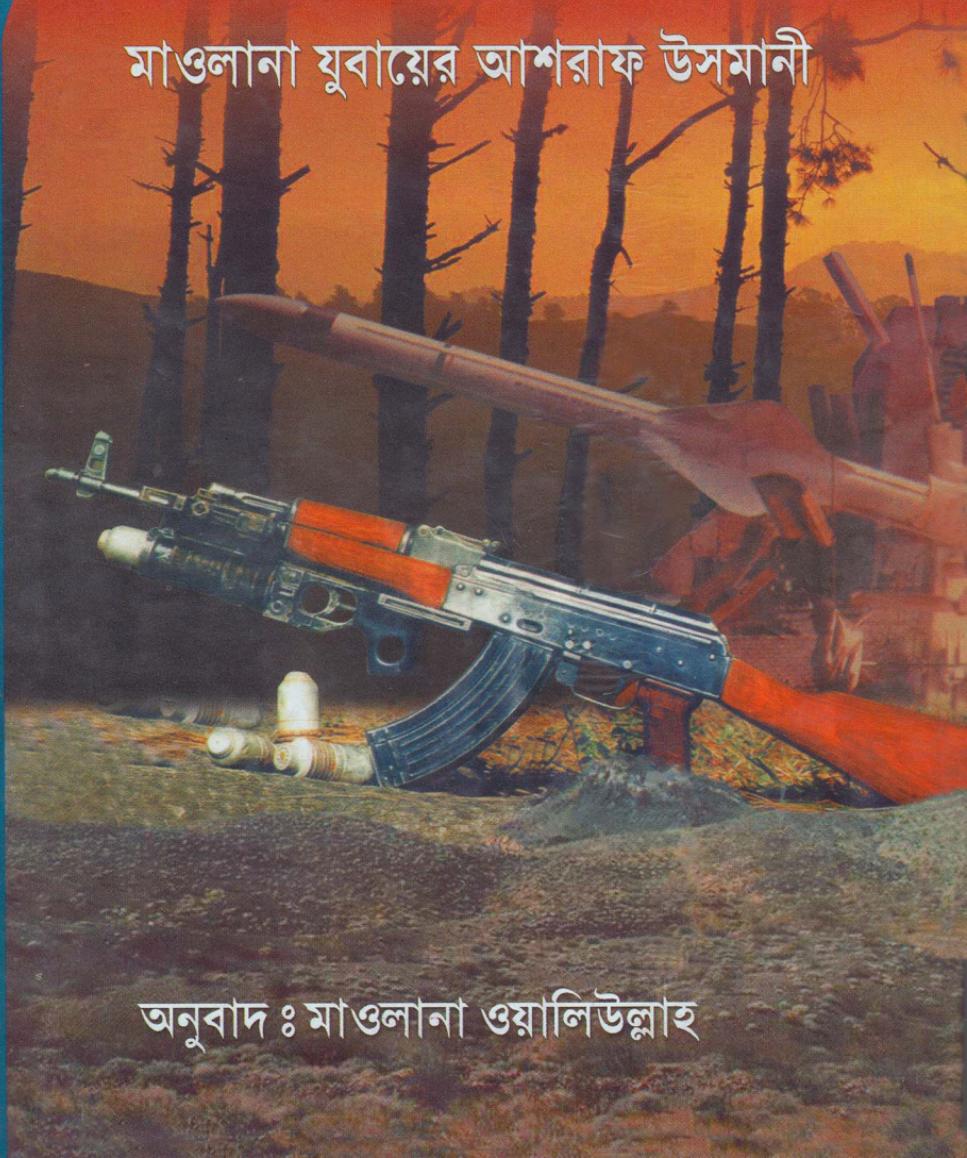
অনুবাদঃ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ

শহীদের ফাযায়েল ও মাসায়েল

মূল ঃ
মাওলানা যুবায়ের আশরাফ উসমানী
খাদেমে তালাবা, জামেয়া দারুল উলূম করাচী

অনুবাদ ঃ
মাওলানা ওলিউল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্রাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া
বলিয়ারপুর, ঢাকা-১২১৬

রহিমিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা

শহীদের ফাযায়েল ও মাসায়েল

মূল ঃ মাওলানা যুবায়ের আশরাফ উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা ওলিউল্লাহ

প্রকাশক ঃ
এইচ. এম. হারুনুর রশিদ
কুন্দারপাড়া, শিবপুর
নরসিংদী।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুন ১৯৯৯

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মুকাররম ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে।

উৎসর্গ

যাদের উসিলায় এল্‌মে দ্বীন পেয়েছি

ও

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদীর রূহের মাগফিরাতের জন্য

অনুবাদকের কিছুকথা

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীন তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ পালনের নাম নয়। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের (রাঃ) আদর্শে আদর্শবান হয়ে চলার নামই ইসলাম। প্রত্যেক মুমিনেরই আবশ্যক, যে কোন আমল ছুটে গেলে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এমনিভাবে কোন অন্যায় প্রকাশ পেলে তা থেকে রোনাজারীর সাথে তওবা এস্তেগফার করে ফিরে আসা। আমলের ক্ষেত্রে চরম অবনতির যুগ হলেও নামায, রোযা, তাসবীহ–তাহলীল ছুটে গেলে অনেককে অনুতপ্ত হতে দেখা যায় ; বা এ জাতীয় লোককে সমাজে নিকৃষ্ট মনে করা হয় এবং বড় অন্যায় কাজ করেছে এটা সকলে মোটামুটি বুঝে। কিন্তু অনেক এমনও আমল রয়েছে যা জরুরী বা নবী জীবনাদর্শের অন্তর্ভুক্ত, তা–ই অনেকের জানা নেই। তারমধ্যে 'জিহাদ' অন্যতম। অথচ হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ "যে জিহাদ করল না এবং জিহাদের প্রেরণা নিয়েও মৃত্যুবরণ করল না, সে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মরল।" সেই জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাহে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করে তাঁদেরকেই শরীয়তের পরিভাষায় শহীদ বলা হয়।

বর্তমানে এমন অস্থানে, অপাত্রে–কুপাত্রে শহীদ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে যার সাথে শরয়ী শহীদের কোন সম্পর্কই নেই। যার কারণে বাস্তব শহীদের সঙ্গে মানুষের নিকট থেকে দিন দিন সম্পর্কের বিলুপ্তি ঘটছে এবং তার প্রতি অনিহা প্রকাশ পাচ্ছে। তাই সময়ের এই সন্ধিক্ষণে শহীদের বাস্তব সংজ্ঞাটা তুলে ধরা এবং তার প্রতি উৎসাহমূলক কিছু আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন ছিল। সে অভাব মিটাতে মাওলানা যুবায়ের আশরাফ কর্তৃক রচিত উর্দুভাষায় 'শহীদ কে ফাযায়েল আওর মাসায়েল' বইখানি খুবই উপযোগী বলে মনে করলাম। তাই আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী দেলাওয়ার হুসাইন সাহেবের মাধ্যমে বইখানি

পেয়েই সাথে সাথে অনুবাদের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। তবে যার উৎসাহ এবং সহযোগিতায় কাজটা শুরু করি তার নাম তুলে না ধরে পারছি না। তিনি হলেন মাওলানা আসাদ বিন মাকসূদ। তিনি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনেকাংশ নিজে দেখেও দিয়েছেন। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা ও ভাষাজ্ঞানজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি হেতু প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এরূপ মহতী কাজে অংশ নিতে পারব তেমন ধারণা ছিল না। এটা অধমের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাক অত্র গ্রন্থের মূল লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক এবং অন্যান্য যারা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আখেরাতের নাজাতের উছিলা করুন। আমীন! ইয়ারাব্বাল আলামীন!!

বিনীত
ওলিউল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্রাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া
বলিয়ারপুর, ঢাকা-১২১৬
তাং ১২-১-১৪২০ হিঃ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা ঐ বান্দার উপর যাঁর নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার–পরিজনবর্গ ও সাথীবৃন্দের উপর। আর পরকালের শুভ পরিণাম পরহেজগারদের জন্য। দুনিয়াতে মানুষ আসে মানুষ যায়। এযাবৎ কত মানুষ আসছে এবং আসবে ও যাবে তার পরিসংখ্যান একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। এর মাঝে কেউ কেউ হবে স্মরণীয় বরণীয়, আবার কেউ নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তারই কৃতকর্মের কারণে। প্রত্যেক মোমিনই চায় যে, তার মৃত্যুটা হোক সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সে আল্লাহর নিকট পৌঁছাক সর্বোচ্চ মর্যাদা নিয়ে। আর প্রত্যেকটা কাজেরই চাই সঠিক পথনির্দেশনা। তা নাহলে মনজিলে মাকসুদে পৌঁছা যায় না। এরই উপর বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা যুবায়ের আশরাফ উসমানী (দাঃ বাঃ) যে বইটি লিখেছেন তার অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করে বইটি বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের হাতে তুলে দিতে মাওলানা মুফতি ওলিউল্লাহ সাহেব দ্রুত অনুবাদের কাজ শেষ করলেন।

অতঃপর আমিও তার গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রকাশনার কাজে হাত দিলাম।

পাঠক মহল যদি বইটি পড়ে উপকৃত হন তাহলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে। মানুষ মাত্রই ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। তাই এ ব্যাপারে পাঠকবৃন্দ আমাকে অবহিত করলে বড় কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী মুদ্রণে সেটা শুধরিয়ে নিবো ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন॥

প্রকাশক

২রা জুন, ১৯৯৯

হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মাদ রাফি উসমানী ছাহেবের অভিমত

এ গ্রন্থখানির লেখক মাওলানা যুবায়ের আশরাফ উসমানী বর্তমান দারুল উলূম করাচীর উস্তাদ এবং আমার ছেলে। জন্মের থেকেই আল্লাহ পাক তাকে জিহাদি প্রেরণা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আফগানিস্তানে যুদ্ধকালে কয়েকবার যুদ্ধে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তার জীবনের প্রথম রচিত পুস্তিকাটিও সে ব্যাপারেই হয়েছে।

এ গ্রন্থে শহীদ এবং শাহাদাতের ফযীলতের উপর প্রথমে আয়াত পেশ করা হয়েছে এবং অসংখ্য হাদীস থেকে চল্লিশটা হাদীস নির্বাচন করা হয়েছে এবং তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। অতঃপর শহীদের প্রকার, তার আহকাম, সম্পৃক্ত মাসায়েল এবং শাহাদাতের ঈমান দীপ্ত ঘটনা লেখার পর সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে ; যে সমস্ত কারণে শাহাদাতের সওয়াব মিটে যায় এবং তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এ পুস্তিকাটি অধ্যয়নের পর আমার অত্যন্ত খুশী লাগল এবং অন্তর থেকে দুয়া আসল যে, মাশাআল্লাহ স্নেহাস্পদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রত্যেকটি বিষয় সরল–সহজভাবে এবং আকর্ষণীয় করে পেশ করেছে। আর প্রত্যেক এলমী বিষয় গ্রহণযোগ্য এবং সনদযুক্ত কিতাব থেকে উদ্ধৃতিসহ লিপিবদ্ধ করেছে। অন্তর থেকে দুয়া করছি যেন আল্লাহ পাক তার এ প্রচেষ্টাকে মুসলমানের কল্যাণময়ী করে এবং সেটাকে কবুল করে তারজন্য যেন আখেরাতের পুঁজি বানায় এবং তার জীবন, এলম, আমল, এখলাছ এবং বরকতের সাথে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করেন।

মুহাম্মাদ রাফী উসমানী আফাল্লাহু আনহু
১০ই মুহাররমুল হারাম, ১৪১৯হিঃ

হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মাদ তকী উসমানী ছাহেব মুদ্দাঃ এর অভিমত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের মধ্যে সে সমস্ত লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁদের তিনি বিশেষ উপহার উপঢৌকনের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং যাদের পথে চলার জন্য প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষে প্রার্থনা করে থাকে। সেই সুউচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ববর্গ হযারাত আম্বীয়া (আঃ)--ছিদ্দিকীনদের সাথে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হল—শহীদগণ।

অর্থাৎ ঐ সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহর রাহে জীবন দেয়। অথবা অন্য কোনভাবে শাহাদাতের ফযীলাতপ্রাপ্ত হয়।

মৃত্যু তো আসলে একদিন আসবেই, তাই শহীদী মৃত্যু হলে সেটা মৃত্যু নয় বরং এক নতুন জীবন যার আকাংখ্যা করাও সওয়াবের কাজ। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি সত্য দেলে শাহাদাতের কামনা করে আল্লাহ পাক তাকেও পরকালে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

যেহেতু অনেক দিন ধরে বাস্তব জিহাদের কোন সুযোগ ছিল না এজন্য মুসলমানদের অন্তরে যে শাহাদাতের কামনা বাসনা থাকা দরকার সেরকম কোন অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল না বরং সেদিকে মানুষ ভ্রূক্ষেপও করত না। সাথে সাথে শাহাদাতের ফযিলাত এবং সম্মানের কথাও মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। বরং রাজনৈতিক কোন্দলের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি, বংশীয় এবং গোত্রগত কারণে জীবন হারানো ব্যক্তিকেও শহীদ বলে তার প্রতি মানুষের অনিহা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এজন্য এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন ছিল শহীদের শরয়ী সংজ্ঞার সাথে সাথে কুরআন হাদীসে তার কি বর্ণনা এসেছে তা তুলে ধরা। আলহামদুলিল্লাহ আমার স্নেহের ভাতিজা মাওলানা যুবায়ের আশরাফ ছাহেব সাল্লামাহু (উস্তাদ, দারুল উলূম করাচী) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেবের ছাহেবজাদা এই কিতাবে সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন। স্নেহাস্পদ সর্বপ্রথম কুরআনের আলোকে আলোচনা তুলে

ধরেছেন অতঃপর হাদীসের অসংখ্য ভাণ্ডার থেকে এমন চল্লিশটা হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যা শাহাদাতের ফযীলত এবং সাহাবাগণের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ঈমানদীপ্ত ঘটনার বিকাশ ঘটে। প্রত্যেক হাদীসের স্পষ্ট অর্থের সাথে এমনভাবে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পাঠকগণের নিকট দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠে। অতঃপর যে সমস্ত কারণে শাহাদাতের ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হয় সে ব্যাপারেও বেশ কিছু হাদীস ব্যাখ্যার সাথে আনা হয়েছে।

আফগান রণাঙ্গনে যে সমস্ত ঈমানদীপ্ত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোও প্রমাণাদিসহ একত্রিত করেছেন এবং শহীদের ফেকহী আহকাম, কাফন–দাফন এবং জানাযার প্রয়োজনীয় মাসয়ালাও লিখেছেন।

স্নেহাস্পদের এটা সর্বপ্রথম রচিত কিতাব হওয়া সত্ত্বেও ফযীলাত এবং আহকামের ক্ষেত্রে বিরাট অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় এবং সকলের সহজসাধ্য। আশাকরি বইখানি পাঠে জিহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শাহাদাতের আকাংখা আরো বৃদ্ধি পাবে। দুয়া করি স্নেহাস্পদকে আল্লাহ পাক দীর্ঘায়ু এবং এল্‌ম আমলে বরকত দান করেন এবং তাকে বেশী করে এল্‌মী দ্বীনি খেদমাত করার তৌফিক দান করেন, তা কবুল করেন এবং উম্মতের উপকারী বানান। আমীন, ছুম্মা আমীন।

আহকার—

মুহাম্মাদ তকী উসমানী

দারুল উলূম করাচী–১৪

৭ই মুহাররমুল হারাম, ১৪১৯হিঃ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শহীদী মৃত্যু আল্লাহপাকের এক মহান নিয়ামত এবং মুসলমান মাত্রেই শহীদী মৃত্যুর কামনা করে থাকে। এ নেয়ামতের মর্যাদা একথা দ্বারাই উপলব্ধি করা যায় যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু শহীদ হওয়ার বাসনা আপন হৃদয়ে লালন করেছেন।

তবে আমাদের জানতে হবে শাহাদাত বা শহীদী মৃত্যুর অর্থ কী? এবং শরীয়তের পরিভাষায় কাকে শহীদ বলা হয়? শহীদের হুকুম কি এবং আল্লাহ পাক শহীদকে কি ধরনের উপহার উপঢৌকন দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন এবং কি কি কারণে শাহাদাতের সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। কুরআন–হাদীসের আলোকে এ প্রশ্নগুলোর সমাধান করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা আরো জরুরী হয়ে পড়েছে কারণ, প্রচলিত তথাকথিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে পরস্পর দাঙ্গা–হাঙ্গামার ক্ষেত্রে কেউ মারা গেলে তাকেও শহীদ বলা হয়।

উল্লেখিত বিষয়সমূহের বিশদ আলোচনার নিরিখেই পুস্তিকাটি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হলো।

শহীদ কে শহীদ বলে নামকরণের ব্যাপারে দুটি মতামত পাওয়া যায়—(১) শহীদ শব্দটা شهود থেকে নির্গত, যার অর্থ উপস্থিতি। সুতরাং শহীদের অর্থ সে ক্ষেত্রে যার সম্মানার্থে ফেরেশতা উপস্থিতি বা যার সামনে বেহেশতকে উপস্থিত করা হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ শহীদ شهادت থেকে নির্গত, যার অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। সুতরাং অর্থ হবে শহীদের রক্ত এবং যখমের চিহ্ন আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী।

প্রথম অধ্যায়
পবিত্র কুরআনের আলোকে শহীদের ফযীলত

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ، وَ عْدًا عَلَيْهِ حَقًّافِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ، وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُ وْابِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ -

(সূরা তওবা ঃ ১১১)

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। (এবং আল্লাহর নিকট জান–মাল বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্যে হল এই যে,) তারা আল্লাহর রাহে (অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে) যুদ্ধ করে তাতে কখনো (কাফেরদেরকে) হত্যা করে এবং কখনো নিজেরা নিহত হয়। (অর্থাৎ, উক্ত বেচা–কেনা হলো জিহাদ করা চাই তাতে হত্যাকারী হতে হোক কিংবা নিহত।)

তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে জিহাদের জন্য জান্নাতের এ সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ) যে, আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? (এবং তিনি এ বেচাকেনার উপর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন) সুতরাং এ অবস্থায় তোমরা (যারা জিহাদ করছ) আনন্দিত হও এ লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। (কেননা, অঙ্গিকার মোতাবেক তোমাদেরকে উক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে জান্নাত প্রদান করা হবে) আর এ (জান্নাত পাওয়া) মহান সাফল্য।

(মাআরেফুল কুরআন ৪ ঃ ৪৬৬)

বর্ণিত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলেছেন যে, তোমাদের এই লেনদেন অত্যন্ত লাভজনক এবং কল্যাণময়ী এক ব্যবসা। কেননা, ক্ষণস্থায়ী জানমাল দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাত পেয়ে যাচ্ছ।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে শুধুমাত্র সম্পদ ব্যয় হয়েছে। জীবনটা তো (অর্থাৎ রুহ) মৃত্যুর পরও চিরকাল বাকী থাকবে। আর সম্পদের ব্যাপারেও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটা আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। অতঃপর তিনি মানুষকে মালদৌলতের অধিকারী করেছেন। আবার তিনিই তাঁর প্রদত্ত জিনিসকে আখেরাতের নেয়ামত এবং জান্নাতের বিনিময় নির্ধারণ করে জান্নাত প্রদান করেছেন।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

(সূরা আননেসা ঃ ৬৯)

“আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, সে (জান্নাতে) ঐ সব লোকের সঙ্গী হবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক (যারা উম্মতগণের মধ্যে সবচাইতে বেশী সম্মানী, আত্মশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ এবং কলুষমুক্ত। যাঁদেরকে পরিভাষায় আওলিয়া বলা হয়।) শহীদ (যাঁরা দ্বীনের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়) ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।” (মারেফুল কুরআন ২ ঃ ৪৬৪)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ـ

(আল–বাকারাহ ঃ ১৫৪)

“আর যাঁরা আল্লাহর পথে (দ্বীনের জন্য) নিহত হন (তাঁদের সম্মান এত বেশী যে, সাধারণ মানুষের মত) তাঁদেরকে মৃত বল না। বরং তাঁরা (বিশেষ জীবনের অধিকারী) জীবিত। কিন্তু (তোমাদের অনুভূতি দ্বারা) তোমরা তা বুঝতে পারবে না।” (মাআরেফুল কুরআন ১ ঃ ৩৪০)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ، فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

(আলে ইমরান ঃ ১৬৯–১৭০)

"আর যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হন, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যশীল ও রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন তার উপর তারা আনন্দিত।" (মাআরেফুল কুরআন ৭ ঃ ২২৯)

কিছু আপত্তি ও তার জবাব ঃ

বর্ণিত আয়াতের মধ্যে শহীদের ফযীলতসমূহের মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা জীবিত। অথচ প্রকাশ্যে আমরা লক্ষ্য করলে সাধারণ মৃত ব্যক্তির মতই দেখতে পাই এবং সাধারণ মৃতের মতই তাদেরকে কাফন-দাফনও করা হয়।

এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শহীদকে মৃত বলতে, এমনকি মৃত ধারণা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থ কী?

আর যদি বলা হয় যে 'হায়াত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে হায়াতে বারযাখী। তাহলে এটাতো অন্য মৃতরাও পাচ্ছে। কারণ, মৃত্যুর পর সবাই রুহের জগতেই জীবিত থাকে এবং কবরের সওয়াল-জওয়াবের পর মুমিনদের কবর শান্তির আবাসস্থল এবং কাফের-ফাসেকদের কবর জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়, যা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে তো শহীদদের স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না?

জবাব ঃ বর্ণিত আয়াতের মধ্যে শহীদদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর জীবিকা তো জীবিতদের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাহাদাত লাভের সাথে সাথেই শহীদরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেন এবং দুনিয়াতেই জান্নাতি নেয়ামতের অপূর্ব স্বাদ লাভে ধন্য হন। এটাই অন্যান্য সাধারণ মৃতের থেকে শহীদকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

(মাআরেফুল কুরআন ২ ঃ ২৩৬)

এখন কথা হল, শহীদদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং নতুন জীবনের কিছুই তো আমরা অনুধাবন করতে পারি না? বস্তুতঃ এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব না এবং তা সম্ভবও নয় ; বরং আল্লাহপাকই সব জানেন।

তথাপি দেখা যায় শহীদদের শরীর মাটির সংস্পর্শে বিকৃত হয় না ; বরং আগের মতই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। যার অসংখ্য প্রমাণ পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন থেকে ২ ঃ ২৩৭—অনুবাদক)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ واالله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْ اتَبْدِيْلاً ـ

(আল–আহযাব ঃ ২৩)

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদায় সঠিক উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অঙ্গিকার পূর্ণ করেছে অর্থাৎ শহীদ হয়েছে। আর কেউ কেউ শাহাদাতের অমৃত সুধা পানের অধীর প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি ; বরং অবিচল রয়েছে।" (মাআরেফুল কুরআন ৭ ঃ ৯৮)

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

(আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

"আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর তাহলে ক্ষতি নয় ; বরং কল্যাণই কল্যাণ। কেননা, (দুনিয়ার) যা কিছু তারা সংগ্রহ করছে (এবং তার লোভে পাগলপারা হয়ে ছুটছে) তার থেকে অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা (অনেক গুণে) বেশী উত্তম। (কেননা, প্রথমতঃ আল্লাহর ফায়সালা অপরিবর্তিত। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর হাত থেকে কেউ নিস্কৃতি পাওয়ার নয়। তাহলে যেহেতু আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা মৃত্যুবরণ করা ক্ষমা এবং অনুগ্রহের কারণ, সুতরাং সাধারণ মৃত্যুর চেয়ে দ্বীনের পথেই জীবন দেয়া উত্তম।) (মাআরেফুল কুরআন ২ ঃ ২১৪)

وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

(আন নেসা ঃ ৭৪)

"বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে লড়াই করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয় অর্জন করে আমি সর্বাবস্থায়ই তাকে মহাপুণ্য দান করব।'

(মারেফুল কুরআন ২ ঃ ২৭২)

হাদীসের আলোকে শহীদের ফযীলাত

পূর্বে শাহাদাতের ফযীলাতের ব্যাপারে কুরআনের কিছু আয়াত পেশ করা হয়েছে। এবার হাদীসের আলোকে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এ বিষয়ে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে মাত্র চল্লিশটি হাদীস উল্লেখ করছি। যাতে করে স্বতন্ত্রভাবে চল্লিশ হাদীসের ফযীলাতও অর্জিত হবে। আশা করা যায় পাঠকবৃন্দের নিকট এটা সমাদৃত হবে।

শহীদের অভিলাষ

হাদীস নং ১

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍيَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَ اِنَّ لَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ غَيْرُ الشَّهِيْدِ فَاِنَّهٗ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ ۔

"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়েও পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করতে পছন্দ করবে না, শহীদ ব্যতীত। সে তার মান-মর্যাদা দেখে কামনা করবে—পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এ রকম আরো দশবার আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ সাধারণ জান্নাতবাসী যখন আল্লাহপ্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং জান্নাতের নেয়ামতের অপূর্ব স্বাদ আস্বাদন করবে, তখন কোন মূল্যেই সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে রাজী হবে না।

কেননা জান্নাতে যাওয়ার পর মুমিনের নিকট দুনিয়ার বাস্তব রূপ উন্মোচিত হবে এবং আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সাজ-সজ্জা একেবারে তুচ্ছ এবং হেয় প্রতিপন্ন হবে। পক্ষান্তরে শহীদ জান্নাতের সম্মান ও মর্যাদা দেখে এ কামনা করবে, বারংবার জীবিত হয়ে সে জীবনটাকে

আল্লাহর পথে উৎসর্গ করি। কারণ, শহীদ যখন সাধারণ জান্নাতবাসীর তুলনায় তাঁর জন্য অসীম সম্মান-মর্যাদা, উপহার-উপঢৌকন ও সমাদর দেখতে পাবে, তখন বারবার আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে নিজের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির কামনা করবে। এ বিষয়টিই শহীদের সম্মান ও মর্যাদার অবস্থা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট যে, বারংবার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে শাহাদাতের কামনা আর বাসনা করবে।

শাহাদাত এবং ঋণ

হাদীস নং ২

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ سَمِعَهٗ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهٗ قَامَ فِيْهِمْ فَذُكِرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمْ وَ اَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ

"হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত বাণী বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের এক মজলিসে দাঁড়িয়ে বলেন—আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাহে জিহাদ সবচাইতে উত্তম আমল। এটা শ্রবণের সাথেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হবে কী? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি সম্মুখগামী অবস্থায় পশ্চাদপদ না

হয়ে ঈমানের উপর অটল থেকে সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাহে শহীদ হও।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী জিজ্ঞেস করেছিলে যেন? সে বলল, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে আমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হবে কী? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি সম্মুখগামী হয়ে পশ্চাদপদ না হয়ে ঈমানের উপর অটল থেকে সওয়াবের নিয়তে জিহাদ করে থাক এবং শহীদ হয়ে থাক তাহলে ঋণ ব্যতীত সবকিছুই ক্ষমা হবে। জিব্রিল (আঃ) আমাকে এটাই বলেছে।"

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শাহাদাতের ফযীলাতের পাশাপাশি অন্যের অধিকার এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত গোনাহ মাফ হওয়া সত্ত্বেও অপরের অধিকার এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে।

শহীদ হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হয় না

হাদীস নং ৩

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُلِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنُ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ঋণ বান্দার হকসমূহের অন্যতম। এ কারণেই সেটা বান্দার অধিকারভুক্ত থেকে যায়। আর বাকী সব গোনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন।

জান্নাতে শহীদের সম্মান ও মর্যাদা

হাদীস নং ৪

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ" قَالَ اَمَا اَنَا قَدْسَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَائَتْ ثُمَّ تَاْوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا اَىَّ شَيْءٍ نَشْتَهِىْ وَ نَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّارَاَوْا اَنَّهُمْ لَنْ يُّتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يَّسْاَلُوْا قَالُوْا يَارَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَمَّارَاٰى اَنَّ لَيْسَ لَهُمَا حَاجَةٌ تُرِكُوْا ـ

হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন, নিম্নের আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ

তিনি বললেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন, তাঁদের (শহীদগণের) আত্মা সবুজবর্ণের পাখির ভিতর অবস্থান করে এবং জান্নাতের যেখানে খুশী ভ্রমণ করে। আর তাদের জন্য রয়েছে আরশ তলদেশে ঝুলন্ত প্রদীপসমূহ। যখন তারা উক্ত ঝুলন্ত প্রদীপসমূহে প্রত্যাবর্তন করে তখন আল্লাহ পাক তাঁদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের আর কিছুর আকাংখা আছে কী? তারা বলে, আমাদের চাওয়া পাওয়ার আর কী আছে? আমরা তো জান্নাতের যেখানে খুশী ভ্রমণ করছি। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এরূপ তিনবার বলার পর উপায়ন্তর না পেয়ে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনটা ফিরিয়ে দেয়া

হোক, আমরা আবার শহীদ হব। যখন আল্লাহ পাক তাদের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই দেখবেন তখন তাঁদের আপন অবস্থায় রেখে দিবেন।”

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, শহীদরা জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। আর তাঁরা আরশে ঝুলন্ত প্রদীপে অবস্থান করে জান্নাতের পানীয় ও ফলমূল আহার করে থাকে।

হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয় আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত

হাদীস নং ৫

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَسْتَشْهَدُ ـ

“হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক এমন দু’ ব্যক্তিকে দেখে খুশী প্রকাশ করেন যাদের মধ্যে একজন অপরকে হত্যা করেছে অতঃপর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। (যার উদাহরণ হল) এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার হত্যাকারীর উপর দয়া পরবশ হয়েছেন এবং সে মুসলমান হয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছে।”

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৭)

শহীদ জান্নাতি

হাদীস নং ৬

قَالَ اَخْبَرَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ

حَتّٰى قُتِلَ وَ فِىْ حَدِيْثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ـ

“হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন (জিহাদের আহবান শুনে) এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার অবস্থান কোথায় হবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, জান্নাতে। এ কথা শুনে সে হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়।

সুয়াইদ এর রেওয়ায়েতে আছে, ওহুদের যুদ্ধে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একথা জিজ্ঞেস করেছিল।”

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৮)

কা'বা শরীফের প্রতিপালকের শপথ আমি সফলকাম

হাদীস নং ৭

عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا اَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَ الْقُرْآنَ والسُّنَّةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيْهِم خَالِيْ حَرَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُوْنَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَهٗ فِىْ الْمَسْجِدِ وَ يَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهٗ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِاَهْلِ الصُّفَّةِ وَ لِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اِنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَ رَضِيْتَ عَنَّا قَالَ وَاَتٰى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ اَنَسٍ مِّنْ خَلْفِهٖ فَطَعَنَهٗ بِرُمْحٍ حَتّٰى اَنْفَذَهٗ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

لِاَصْحَابِهٖ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَ اِنَّهُمْ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَ رَضِيْتَ عَنَّا ـ

"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল আমাদের সাথে এমন ক'জন ব্যক্তি দিন যাঁরা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন আনসারী কারীকে তাদের সাথে পাঠালেন, তাঁদের মধ্যে আমার মামা হারামও* ছিলেন। এ সমস্ত আনসারী সাহাবী কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং রাত্রবেলায় তা পাঠ দেওয়া-নেওয়া এবং তা শিক্ষার মধ্যে লিপ্ত থাকতেন। আর দিনের বেলায় পানি সংগ্রহ করতেন। (বাগান থেকে) কাষ্ঠ কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দ্বারা খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তা আসহাবে ছুফফাহ এবং অন্যান্য গরীব অসহায়কে খাওয়াতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বিদায় দিলেন। তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌছার পূর্বেই কাফেররা তাঁদেরকে হত্যা করে। তখন ঐ শহীদগণ ফরিয়াদ করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে অবগত কর যে, আমরা তোমার সান্নিধ্যে পৌছে গেছি এমতবস্থায় যে আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট। উক্ত ঘটনার মধ্যে আমার মামা হারামের পেছন থেকে একজন এসে তীর নিক্ষেপ করেছিল এবং তার শরীর ভেদ করে গিয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, কাবার প্রতিপালকের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। (মদীনাশরীফে এ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভাই শহীদ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেছে, আমরা যে তোমার সান্নিধ্য লাভ করেছি এমতাবস্থায় যে আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট আবার তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৯)

---

* 'হারাম' আরবীতে সম্মানিত বস্তুকেও বলা হয়। যেমন, মসজিদে হারাম। নাম হওয়ার ক্ষেত্রেও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ শাহাদাতের সময় হযরত হারাম (রাঃ)এর এ ঘোষণা 'কাবার প্রতিপালকের শপথ আমি সফলকাম হয়েছি' এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এ সমস্ত সাহাবী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন উৎসর্গ করাকে প্রকৃত সফলতা এবং কামিয়াবী মনে করতেন। আর তাই এ কামনা পূর্ণ হওয়ার পর অজান্তেই তাদের কণ্ঠে উক্ত বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল।

বাস্তবিক পার্থিব এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু সেতো অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা যার সম্মুখীন সবাইকে হতে হবে। আর তাই শহিদী মৃত্যুর নেয়ামত লাভে ধন্য হওয়া যায়, যার কামনা স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। সেটা তো অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক।

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করা

হাদীস নং ৮

قَالَ اَنَسٌ عَمِّيَ الَّذِيْ سُمِّيْتُ بِهٖ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَدْرًا ، قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ "اَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ وَ اِنْ اَرَانِيَ اللّٰهُ مَشْهَدًا فِيْهَا بَعْدُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيَرَانِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا اَصْنَعُ" قَالَ فَهَابَ اَنْ يَّقُوْلَ غَيْرَهَا ، قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُبْنُ مَعَاذٍ فَقَالَ لَهٗ اَنَسٌ يَا اَبَا عَمْرٍو اَيْنَ؟ فَقَالَ "وَ اهًا لِرِيْحِ الْجَنَّةِ اَجِدُهٗ دُوْنَ اُحُدٍ" قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ، قَالَ فَوُجِدَ فِيْ جَسَدِهٖ بِضْعٌ وَّ ثَمَانُوْنَ مِنْ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَ طَعْنَةٍ وَ رَمْيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ اُخْتُهٗ عَمَّتِيَ الرَّبِيْعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ اَخِيْ اِلَّا بِبَنَانِهٖ وَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً" قَالَ فَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ وَ فِىْ اَصْحَابِهٖ

"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার চাচা যার নামে আমার নামকরণ করা হয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হতে পারেননি। যার দরুন তিনি অত্যন্ত আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, এটা প্রথম যুদ্ধ যার মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত অথচ আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম না। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যদি ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাই তাহলে আল্লাহ দেখবেন যে, আমি কিভাবে যুদ্ধ করি। এর থেকে আর বেশী বলার অপেক্ষা রাখে না (কারণ কোন নির্ধারিত কাজের অঙ্গিকার করে তা যেন ভঙ্গ না হয় তার ভয় রয়েছে)। তারপর তিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ ইবনু মুয়াজ (রাঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ হলে আনাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? ঐ দেখ! আমি ওহুদের গুহা থেকে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি শত্রুদের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হন এবং সে অবস্থায় শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। যুদ্ধের পর তার শরীরে আশিরও বেশী তীর, বল্লম এবং তরবারীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁর বোন অর্থাৎ আমার ফুফু রবী বিনতে নাযার বলেন, আমার ভাইকে শুধুমাত্র তার আঙ্গুল দ্বারাই চিনেছি এবং সে প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

'মুমিনদের কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। কেউ কেউ আবার তার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।' সাহাবাগণ বলেন, এ আয়াত হযরত আনাস (রাঃ) এবং তাঁর সাথীবর্গের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আনাস (রাঃ) অঙ্গিকার করেছিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ পাই তাহলে আল্লাহ দেখবেন কি করি! অবশেষে তাঁর সে আকাংখা ওহুদের যুদ্ধে পূর্ণ হল। তখন আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। সাহসিকতা এবং বীরত্বের সাথে তুমুল যুদ্ধ করে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হলেন। তাঁর শরীরে আশিরও বেশী জখমই প্রমাণ করে তিনি কতটুকু সাহসিকতা এবং বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। বাস্তবিক যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে লড়াই করে এবং আপন জীবন উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্য মনে করে আল্লাহ পাক তাঁকে এরূপ বীরত্ব এবং মনোবল প্রদান করেন।

সত্য দিলে শাহাদাত কামনার প্রতিদান

হাদীস নং ৯

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اَعْطِيهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ ـ

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে শাহাদাত প্রার্থনা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের সওয়াব দান করেন, যদিও তার শাহাদাত ভাগ্যে না জুটে।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৪১)

হাদীস নং ১০

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ ـ

"হযরত সাহাল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সত্য দিলে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদের সম্মানে অধিষ্ঠিত করেন ; যদিও সে নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উভয় বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি যদি শাহাদাতের কামনা করে এবং সত্য দিলে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে তাকেও তিনি শাহাদাতের সওয়াব দান করেন। যদিও তার ভাগ্যে বাস্তব শাহাদাত না ঘটে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত যে আল্লাহর নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করা। কেননা মৃত্যু তো অনস্বীকার্য বাস্তবতা এবং অন্ধকার কবর হতেও পরিত্রাণ পাবে না। সুতরাং উক্ত কামনার বড় উপকারিতা এই হবে যে, মুসলমানের যে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করুক না কেন সে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। আর শুধুমাত্র সত্য দিলে দুয়া এবং কামনার দ্বারাই সে এতবড় সম্মান পেয়ে যাচ্ছে, যার কামনা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। এ সম্পর্কে সামনে আলোকপাত করা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের অভিলাষ

হাদীস নং ১১

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ -

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন,

যদি এ আশংকা না হত যে, অনেক মুসলমান (যাদের বাহন নেই) এরকম রয়েছে যারা আমার পেছনে (মদীনায়) থেকে যেতে রাজী হবে না, আবার আমার নিকটেও এ পরিমাণ বাহন নেই যা দিয়ে সকলকে আমার সঙ্গে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আল্লাহর রাহের কোন মুজাহিদ বাহিনী থেকেই আমি পেছনে থাকতাম না। (কিন্তু এসব অসহায় সম্বলহীন পাগলপারা মুসলমানের সান্ত্বনা প্রদানের অভিপ্রায়ে অনেক সময় জিহাদ থেকে বিরত থাকি এবং বাহিনী প্রেরণ করে দেই)। ঐ সত্তার শপথ যাঁর (কুদরতি হাতে) আমার জীবন, আমার কামনা–বাসনা আর অভিলাষ তো এটাই যে, আমাকে আল্লাহর রাহে শহীদ করা হোক অতঃপর জীবিত করা হোক পুনরায় আবার শহীদ করা হোক অতঃপর জীবিত করা হোক, পুনরায় আবার শহীদ করা হোক।"

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বারংবার জীবিত করা হবে এবং শহীদ করা হবে, যাতে করে প্রত্যেক বার শাহাদাতের নতুন সওয়াবের অধিকারী হই। বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী প্রেরণা এবং শহীদী বাসনার প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সেই সত্তা যিনি নিষ্পাপ, মাসুম, যিনি হাউজে কাওসারের শরবত দিয়ে উম্মতের পিপাসা নিবারণ করবেন এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিজ উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ করবেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এত অধিক পরিমাণে শাহাদাতের কামনা এবং অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের জন্য অসীম সম্মান মর্যাদা এবং নেয়ামতের ব্যবস্থা রেখেছেন।

শহীদ যে অবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে

হাদীস নং ১২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَايُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّاجَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ جَرْحُهٗ يَثْعَبُ اللَّوْنَ لَوْنَ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে আহত হয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। উক্ত মুজাহিদ কিয়ামতের ময়দানে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরবে। যার রঙ তো রক্তের মতই কিন্তু তা হবে মেশকের মত সুঘ্রাণযুক্ত।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৩)

হযরত হারেসার (রাঃ) জান্নাতে অবস্থান

হাদীস নং ১৩

وَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَ هِىَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سَرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَاتُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَ كَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهٗ سَهْمٌ غَرْبَ فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ وَ اِنَّ اِبْنَكَ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى ـ

"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন (আমার ফুফু) হযরত রবী বিনতে বারা, যিনি হযরত হারেসাহ বিন সারাকার মাতা একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি আমার পুত্র হারেসার (রাঃ) অবস্থা বর্ণনা করবেন ; সে বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তির তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছে? যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে, তাহলে আমি ধৈর্য্য ধারণ করব আর যদি তার অবস্থান অন্য কোথাও হয়ে থাকে তাহলে অঝোরধারায় কাঁদতে থাকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে

উম্মে হারেসা ! জান্নাতের মধ্যে অনেক বাগিচা রয়েছে তার মধ্যে তোমার পুত্র ফেরদাউসের সুউচ্চ মহলে অবস্থান করছে। (সেটা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর)।" (মেশকাত শরীফ বুখারীর বরাতে ৩৩১ পৃঃ)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ নিজের জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করা অত্যন্ত পছন্দনীয় বিধায় আল্লাহ তাআলা শহীদগণকে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রদান করেন। শাহাদাতের এত বড় মর্যাদা এবং সম্মান এজন্য দেয়া হয় যে, মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল তার জীবন। আর মানুষ জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। এমন কি সামান্য অসুখ-বিসুখ হলেও তার চিকিৎসার জন্য সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আর তাই যখন কেউ তার এ প্রিয় জীবনের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেটা উৎসর্গ করে দেয়। তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে সর্বোচ্চ সম্মান-মর্যাদা এবং উপহার-উপঢৌকনে ভূষিত করেন।

হযরত উমায়ের (রাঃ)এর শহীদ হবার সুতীব্র আকাংখা

হাদীস নং ১৪

وَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصْحَابُهٗ حَتّٰى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اِلٰى بَدْرٍوَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ، قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحَمَّامِ بَخٍ بَخٍ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا رَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْبَةٍ فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حُيِيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِىْ اِنَّهَا لَحَيٰوةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهٗ مِنَ التَّمَرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ ـ

"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বদরের ময়দানে কাফেরদের আগেই পৌঁছে গেলেন। অতঃপর যখন মুশরিকরা সেখানে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, এমন জান্নাতের জন্য তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনের সমান। হযরত উমায়ের বিন হাম্মাম (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন, বাহবা বাহবা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাহবা বললে কেন? হযরত উমায়ের (রাঃ) তদুত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং এ আশায়ই বলেছি যে, আমি যেন জান্নাতি হতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অবশ্যই জান্নাতি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শুভসংবাদ শুনে উমায়ের (রাঃ) নিজের ঝুলি থেকে খেজুর বের করে খেতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর বললেন, সবগুলো খেজুর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। একথা বলে খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং কাফেরদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলেন।"(মেশকাত শরীফ, ৩৩১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ 'জান্নাতের পথে দাঁড়িয়ে যাও' এর অর্থ হল, এমন আমলের পথ অবলম্বন কর, যা জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর তা হল জিহাদের পথ।

'যে জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনের সমান' এর দ্বারা জান্নাতের প্রশস্ততা এবং বিশালতা বুঝানো হয়েছে। আর যেহেতু মানুষের সম্মুখে আসমান এবং যমীনের তফাৎটাই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত তাই মানুষের অনুধাবনের জন্য সেটাহে পেশ করা হয়েছে।

হযরত উমায়ের (রাঃ)এর বাণী 'এটাতো দীর্ঘ জীবন' এর অর্থ হল—আমি যদি সবগুলো খেজুর খাওয়ার জন্য দেরী করি এবং ততক্ষণ জীবিত থাকি তাহলে আমার অপেক্ষার সময়ও দীর্ঘ হবে। অথচ আমার আকাংখা হল এক মুহূর্ত নষ্ট না করে আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করব এবং শহীদ হয়ে জান্নাতের অধিকারী হব।(মাজাহেরে হক ৩ ঃ ৭৩৭)

শহীদ কবরের আযাব এবং প্রশ্নোত্তর থেকে মুক্ত

হাদীস নং ১৫

وَ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتِمُ عَلٰى عَمَلِهٖ اِلَّا الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُنْمِىْ لَهٗ عَمَلُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ يَاْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ

"হযরত ফুজালা বিন উবায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায়। (অর্থাৎ আমলের ধারা জীবিত অবস্থায়ই জারি থাকে, মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়) কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে পাহারাদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের প্রশ্নোত্তর এবং আযাব থেকে নিরাপদ থাকে।"

(তিরমিযী শরীফ, কিতাব ফাজায়িলিল জিহাদ, বাবু মান মাতা রাবেতান হাদীস নং ১৬২১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উক্ত ব্যক্তির আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকা অর্থ হল, ঐ আমলের নতুন নতুন সওয়াব পেতে থাকবে। যেমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত আমল করলে পেত। বর্ণিত হাদীস দ্বারা সীমান্ত এলাকা, মুজাহিদগণের ক্যাম্প ইত্যাদি পাহারার স্বাতন্ত্র্য ফযীলাত বুঝা যায়। (মিরকাত মুল্লা আলী কারী ৭ ঃ ২৮৯)

হাদীস নং ১৬

وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ جُرِحَ جَرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَغْزَرَ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَ رِيْحُهَا الْمِسْكُ وَ مَنْ خَرَجَ بِهٖ خُرَاجٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشُّهَدَاءِ ـ

"হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, যে ব্যক্তি উটনীর গড়াগড়ি পরিমাণ অর্থাৎ অল্প সময় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে আহত হয় বা কোন ধরনের আঘাত প্রাপ্ত হল, সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে মনে হবে যেন আহত হয়েছে (তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে)। সে ক্ষতের রঙ হবে যাফরানের ন্যায়, আর মেশকের ন্যায় হবে সুগন্ধিযুক্ত। আর যে ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় একটা ফোঁড়া নির্গত হল (কিয়ামতের দিন) তার উপর শহীদগণের মোহর অংকিত হবে। (অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির উপর শাহাদাতের চিহ্ন হবে এবং তাকেও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।)" (মুসলিম শরীফ ৩৩২)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে লড়াইরত মুজাহিদের ফযীলাত কি পরিমাণ দিয়েছেন বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা কিছুটা অনুমান করা যায়। কারণ, অল্প সময় জিহাদে অংশগ্রহণকারীর জন্যও আল্লাহ তাআলা জান্নাত অবধারিত করে দিয়েছেন। এমনিভাবে ক্ষতচিহ্ন এবং আঘাতকেও আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করে নিয়েছেন।

শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

হাদীস নং ১৭

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُلَهٗ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَ يُرٰى مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ يَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَ يُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا وَ يُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهٖ، قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ـ

"হযরত মিকদাম ইবনে মা'দিকারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে—

(১) প্রাণবায়ু বের হওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের যে মহলে সে অবস্থান করবে তা তাকে দেখানো হয়।

(২) কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে।

(৩) (হাশরের ময়দানের) বিভীষিকা থেকে মুক্ত থাকবে।

(৪) তাকে এমন সম্মান এবং মর্যাদার মুকুট পরানো হবে ; যার একটা ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তারচেয়ে উত্তম এবং মূল্যবান।

(৫) তার বিবাহ বন্ধনে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা বাহাত্তর জন হুর প্রদান করা হবে।

(৬) তার নিকটাত্মীয় স্বজন থেকে সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ গৃহীত হবে।"

(তিরমিযী শরীফ, কিতাবু ফাযায়িলিল জিহাদ, বাবু ফি সাওয়াবিশ শহীদ, হাদীস নং ১৬৬১)

শহীদ মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্ত

হাদীস নং ১৮

وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلشَّهِيْدُ لَايَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদ তোমাদের মধ্যে পিপিলিকার আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যুকষ্ট অনুভব করে।"

(মেশকাত শরীফ, তিরমিযী এবং নাসাঈর বরাত দিয়ে পৃঃ ৩৩৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তায়ালা শহিদী মৃত্যুকে অত্যন্ত সহজ করেছেন। অথচ সাধারণ মৃত্যুকষ্ট অত্যন্ত কষ্টকর। যদিও জীবিতরা তা

অনুভব করতে পারে না। কেননা মৃত্যুর সময় আত্মার সঙ্গে অন্য সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক ছিন্ন করে টেনে নেয়া হয়। এজন্যই তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর মৃত্যুর যাতনাকে সহজ করে দাও।" (শরহুস সুদূর বিশরহি আহওয়ালিল মাওতা ওয়াল কুবুর, সুয়ূতী পৃঃ ৮)

মৃত্যু যাতনা কতটুকু কষ্টকর তা অনুভব করা যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মৃত্যুকষ্ট থেকে পরিত্রাণ এবং মুক্তির প্রার্থনা থেকে।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাইলের কিছু বুজুর্গ লোক কবরস্থানে গিয়ে পরামর্শ করলেন, আমরা সকলে দু' রাকাত নামাজ পড়ে দুয়া করি যেন আল্লাহ পাক কবরবাসীদের মধ্য থেকে একজনকে জীবিত করে দেন, যার নিকট আমরা মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।

অতঃপর তারা সবাই দুয়া করার পর কালোবর্ণের এক ব্যক্তি কবর থেকে উঠে আসল। যার কপালে সেজদার চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। সে উঠে বলল, তোমরা আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে? আমি একশত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি, কিন্তু এখনও আমি শরীরে মৃত্যুকষ্ট অনুভব করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মৃত্যুকষ্টের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,কারও শরীরে তরবারী দিয়ে তিনশত আঘাত করলে যেমন কষ্ট হয় মৃত্যুর সময় অনুরূপ কষ্ট হয়ে থাকে।

হযরত ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন, আমরা শুনেছি সাধারণ মৃত ব্যক্তি হাশরের দিন পর্যন্ত মৃত্যুকষ্ট অনুভব করবে।

(শরহুস সুদূর, সুয়ূতী পৃঃ ১৩)

হযরত সাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) বলেন, মৃত্যুযাতনা দুনিয়া এবং কিয়ামতের সব কষ্ট থেকে বেশী যন্ত্রণাদায়ক। এমনকি করাত দিয়ে চিরে ফেলা, কাঁচি দ্বারা টুকরা টুকরা করা এবং উত্তপ্ত পাতিলে নিক্ষেপ করার চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক।

সত্যিই মৃত ব্যক্তি যদি কবর থেকে উঠে এসে মৃত্যুযাতনার কথা শুনাত তাহলে কারও ভাগ্যে আরামের ঘুম জুটত না।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের তিরোধানের পর আল্লাহ পাক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যু তোমার কাছে কেমন মনে হল? তিনি বললেন, জীবিত চড়ুইপাখিকে যদি ভুনা করা হয় অথচ তার মৃত্যুও হয় না আবার সে উড়তেও পারে না, তাহলে তার যেমন কষ্ট হয় আমিও সেরূপ কষ্ট অনুভব করেছিলাম। অন্য বর্ণনামতে জীবিত ছাগলের চামড়া খুলে ফেলার ন্যায় কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। (শরহুস সুদূর, সুয়ূতী পৃঃ ১৩)

হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় বারবার পানি ভর্তি পেয়ালার মধ্যে হাত ডুবিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিশ্চয় মৃত্যু বড় যন্ত্রণাদায়ক বস্তু। (শরহুস সুদূর, সুয়ূতী পৃঃ ১৩)

হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুর যাতনা সম্পর্কে হযরত কা'ব (রাঃ)কে বলতে বললে তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মৃত্যু যন্ত্রণার সংক্ষিপ্ত অবস্থা হল, যদি কোন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ শরীরে ঢুকে যায়। এরপর তার কাঁটাগুলোকে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করা হয়। ঠিক এরূপই শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ থেকে প্রাণবায়ুকে বের করা হয়।

এছাড়াও পাপী ব্যক্তির জান কবজ করার সময় মালাকুল মউত এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ এমন বিকট এবং বিভৎস রূপধারণ করে যে, কোন সুস্থ এবং শক্তিশালী ব্যক্তিও তা দেখে সহ্য করতে পারে না।

(শরহুস সুদূর, হাফেজ ইবনে শাইবাহ পৃঃ ১৪)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মালাকুল মাউতকে বললেন, পাপী ব্যক্তিদের জান কিভাবে কবজ কর আমাকে একটু দেখাও।

হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি সে অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারবেন না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি বাধ্য হলেন এবং বললেন, আপনার মুখ অন্যদিকে ফেরান।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে দৃষ্টিপাত করতে বললে হঠাৎ

দেখেন, কালো কুৎসিত লম্বা বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাপড় পরিহিত এক অদ্ভূত আকৃতির মানুষ, যার মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে অগ্নিশিখা। এ অবস্থা দেখার সাথেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তারপর অনেক পরে যখন হুঁশ হয়েছেন, তখন আজরাইল (আঃ)কে আপন অবস্থায় পেয়ে বললেন, গোনাহগার ব্যক্তিদের মৃত্যু যাতনার জন্য এ একটাই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সম্মান, মর্যাদার সুব্যবস্থা।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নৈকট্যশীলদের জান গ্রহণের অবস্থা দেখতে চাইলে হঠাৎ দেখেন সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর কাপড় পরিহিত এক যুবকের আগমন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, মুত্তাকী এবং খোদাভীরুদের মৃত্যু আনন্দ এবং খুশীতে পরিণত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। (শরহুস সুদূর, পৃঃ ১৯)

এ সমস্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা মৃত্যুর কঠিন যাতনা কষ্টের অবস্থা আঁচ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক শহীদকে সর্বপ্রকার মৃত্যুকষ্ট এবং যাতনা থেকে মুক্ত রাখেন। যাঁর শানে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদী মৃত্যুর এতটুকু কষ্টও হয় না পিপীলিকায় দংশন করলে যে কষ্ট হয়। এটা এমন এক মহাপুরস্কার যা কেবল সৌভাগ্যশীলরাই লাভ করেন।

শহীদের রক্তের ফোটা আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়

হাদীস নং ১৯

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثْرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِىْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ قَطْرَةَ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اَمَّا الْاَثْرَانِ فَاَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالٰى، قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

"হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট দুটি ফোটা এবং দুটি চিহ্ন থেকে কোন জিনিস অধিক প্রিয় নেই। প্রথমটিঃ আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু। দ্বিতীয়টি আল্লাহর রাহে প্রবাহিত রক্তের ফোটা। আর দুটি চিহ্নের মধ্য থেকে একটি হল, আল্লাহর পথের (জিহাদের) চিহ্ন। দ্বিতীয়টি আল্লাহর ফরজসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত চিহ্ন অংকিত হয়। (যেমন নামাজী ব্যক্তির কপালের দাগ যা নামাজ পড়ার কারণে হয়েছে।)"

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১৬৬৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লার পথের চিহ্ন এর অর্থ হল, মুজাহিদ জিহাদে গিয়ে আহত বা ক্ষতবিক্ষত হওয়া। অথবা আল্লাহর রাহে শরীর ধুলামিশ্রিত হওয়া। আর এটা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। এমনিভাবে আল্লাহর পথে এক ফোটা রক্ত ঝরানোও আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় এবং তারজন্য তিনি অসংখ্য প্রতিদান এবং সওয়াব প্রদান করে থাকেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য সময় জিহাদের ময়দানে কাটালো তার জন্য জান্নাত অবধারিত।যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে—

مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য সময় আল্লাহর পথে জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। (মিশকাত শরীফ)

সুতরাং শুধুমাত্র অল্প সময় জিহাদে শরীক হলেই যদি এত বড় সওয়াবের ভাগী হওয়া যায়, তাহলে আল্লাহর পথে রক্ত ঝরালে এবং শহীদ হলে কত বেশী সওয়াব এবং মর্যাদা পাবে তা এর দ্বারাই নিরুপন করা যায়।

আল্লাহর নিকট গাজীর মর্যাদা

হাদীস নং ২০

وَ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ اَوْقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌاَوْ وَ قَصَهُ فَرَسُهُ اَوْبَعِيْرُهُ اَوْ لَدَغَتْهُ هَامَةٌ اَوْمَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ بِاَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَاِنَّهُ شَهِيْدٌ وَ اِنَّ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে অর্থাৎ জিহাদে বের হল এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করল অথবা নিহত হল তাহলে সে শহীদ। তদ্রুপ কেউ যদি আপন ঘোড়া বা উটের পদতলে পিষ্ট হয় কিংবা কোন বিষাক্ত জন্তু তাকে দংশন করে, অথবা সে আপন শয্যায় আল্লাহর ইচ্ছায় অন্য কোন কারণে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে (সওয়াব এবং পুণ্যের হিসেবে) সে শহীদ এবং তারজন্য রয়েছে জান্নাত।"
(আবু দাউদ শরীফ কিতাবুল জিহাদ, পৃঃ ৩৩৮)

তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত

হাদীস নং ২১

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَ هُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ، فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَقْرَاُعَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ ـ

"হযরত আবু মুছা (রাঃ) শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে। একথা শুনে আলুথালু বেশধারী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজ কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছ? তিনি তদুত্তরে বললেন, হাঁ, আমি নিজেই তা শুনেছি। একথা শ্রবণমাত্রই ঐ ব্যক্তি নিজের সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আমি তোমাদের (জীবনের শেষ) সালাম করছি। একথা বলে নিজের তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ফেলল (অর্থাৎ এর দ্বারা সে বুঝাতে চেয়েছে যে, আমি আর ফিরে আসব না) এবং শত্রুদের মুকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদাত বরণ করল।" (মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ জান্নাতের দ্বার তরবারীর ছায়াতলে। অর্থাৎ মুজাহিদ যখন শত্রুর মুকাবেলায় ময়দানে জিহাদে অবতরণ করে তখন শত্রুদের হামলায় এবং তরবারীর আঘাতে অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। আর শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সামনে জান্নাতের উন্মুক্ত দ্বারকে পেশ করা হয়। সুতরাং তরবারী যেহেতু শাহাদাতের বড় মাধ্যম এবং শাহাদাতের বরকতেই তাৎক্ষণিক জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যায়, তাই বলা হয়েছে 'জান্নাতের দরজা তরবারীর ছায়াতলে।'

জান্নাতে শহীদের সম্মান এবং মর্যাদা

হাদীস নং ২২

وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْ كُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَ تَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْ كُلِهِمْ وَ مَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يَبْلُغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اِنَّا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ وَ

لَايَنْكُلُوْ اعِنْدَالْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًابَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের সাথী ভাইরা শাহাদাত বরণ করেছে, তখন তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজবর্ণের পক্ষির পেটের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতঃপর সে আত্মাসমূহ জান্নাতের নদীমালার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল আহরণ করে পুনরায় আরশে ঝুলন্ত স্বর্ণের প্রদীপে অবস্থান করে। সুতরাং তাঁরা জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত, মনোরোম পরিবেশে গিয়ে আনন্দিত হয়ে বলে, এমন কে আছে যে আমাদের ভাইদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছাবে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি এবং আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে তারা জিহাদে যেতে অনিহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ঘোষণা শুনে যেন লুকিয়ে না থাকে। আল্লাহ তায়ালা (তাঁদের এ আহবান শুনে) বললেন, আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিব। অতঃপর আল্লাহ পাক আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যার অর্থ—"আর যাঁরা আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে তাঁদেরকে মৃত বলে ধারণা করোনা, বরং তাঁরা জীবিত এবং তাঁদের প্রতিপালক থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।" (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, পৃঃ ৩৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহতায়ালা এ সমস্ত মহাত্মাকে এত সম্মান–মর্যাদা একমাত্র শাহাদাতের কারণেই দিয়েছেন। অর্থাৎ একমাত্র শহীদগণই জীবন পান এবং জান্নাতে যেখানে খুশী বিচরণ করেন, সর্বপ্রকার নেয়ামত, ফল–মূল এবং আনন্দ–উৎসব ভোগ করার ক্ষমতা রাখেন।

শহীদের পুনরায় জীবিত হওয়ার বাসনা

হাদীস নং ২৩

وَعَنْ اَبِىْ عُمَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنَ

النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَ اِنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا غَيْرُ الشَّهِيْدِ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَاَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ اَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ ـ

"হযরত আবু উমায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদ ব্যতীত এমন কোন মুসলমান ব্যক্তি নেই, যার রুহ কব্জা করার পর আবার পুনরায় তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে চাইবে যদিও তাকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়।

হযরত আবদুর রহমান বিন আবী উমায়রা (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খোদার কসম, আমার নিকট আল্লাহর রাহে জীবন দেওয়া সমগ্র বিশ্ব আমার অধীনস্থ হওয়ার থেকেও উত্তম।" (নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৩১৫৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা.ঃ বর্ণিত হাদীসের সারসংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি সারা দুনিয়ার অধিপতি হয়ে যাই এবং সারা বিশ্বের মানুষ আমার অধীনস্থ হোক, তার থেকেও আমার নিকট প্রিয় হল, আমি জিহাদের সুযোগ পাই এবং আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করে দেই।

শহীদের ফযীলাত

হাদীস নং ২৪

وَ عَنْ حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَ الشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَ الْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ ـ

"হাসানা বিনতে মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার চাচা বলেছেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কারা বা কোন্ ধরনের লোক জান্নাতী হবে? তখন তিনি বললেন, নবীগণ, শহীদ, নবজাত শিশু এবং যাদেরকে জীবিত দাফন করা হয়েছে।"

(আবূ দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ বাবু ফাযলিশ শাহাদাহ, পৃঃ ৩৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে আম্বিয়া (আঃ) এবং বাকী শহীদগণ সম্মান এবং মর্যাদার ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করেছেন। কিন্তু দু' গ্রুপ কোন প্রকার অর্জিত আমল ব্যতীতই তা লাভ করেছে।

শহীদের প্রকার এবং স্তর

হাদীস নং ২৫

وَ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَالِكَ الَّذِىْ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا وَ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى وَ قَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ فَمَا اَدْرِىْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ اَرَادَهُ اَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ كَاَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبَ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ ـ

"হযরত ফুজালা বিন উবাইদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শহীদ চার প্রকারের হয়।

প্রথমতঃ সত্য ঈমানবিশিষ্ট ব্যক্তি, যে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর নিকট নিজেকে সত্যায়িত করে দেখিয়েছে। এমনকি শাহাদাত বরণ করেছে। কিয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তির দিকে মানুষ মাথা উঁচু করে দেখবে। (এ কথা বলে দৃষ্টান্তস্বরূপ) তিনি মাথা উঁচু করে দেখায়েছেন এমনকি টুপি পর্যন্ত মাথা থেকে পড়ে গেছে। (হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, যিনি হযরত ফুজালা (রাঃ) থেকে শুনেছেন) তিনি বলেন, হযরত ফুজালা (রাঃ) স্পষ্ট বলেননি যে কার টুপি পড়েছে, হযরত ওমর (রাঃ)এর টুপি নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টুপি। (মুদ্দাকথা, কিয়ামতের ময়দানে এ ব্যক্তি এত উচ্চ সম্মানী হবে যে, তাঁর দিকে মানুষ চাতকপাখীর ন্যায় চেয়ে থাকবে।)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দ্বিতীয় ঐ খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি যার শত্রুর সম্মুখে ভীরুতার কারণে এমন অবস্থা হয়েছে যে, কন্টকের আঘাতপ্রাপ্ত ডোরা ডোরা দাগবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে। (অর্থাৎ ভয়ে কম্পনে গায়ের লোমকূপ জাগ্রত হয়েছে) অতঃপর হঠাৎ অজ্ঞাত এক ব্যক্তির তীরের মাধ্যমে সে শাহাদাত বরণ করেছে। এ ব্যক্তি হলেন, দ্বিতীয় স্তরের শহীদ।

তৃতীয় স্তরের শহীদ হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি কিছু ভালো-খারাপ করেছেন,কিন্তু যখন শত্রুর সাথে মুকাবেলা হয়েছে তখন যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে সত্যায়িত করে দেখায়েছে এমনকি শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেছে।

চতুর্থ স্তরের শহীদ হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি জীবনে অনেক পাপের কাজ করেছেন। অতঃপর শত্রুর মুকাবালায় এসে আল্লাহর নিকট নিজেকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছেন।" (তিরমিযী শরীফ জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ১৬৪৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ 'সে আল্লাহর নিকট সত্য প্রমাণিত হয়েছে' উল্লেখ্য যে, যদি বর্ণিত হাদীসের মধ্যে صدق শব্দের دال এর উপর তাশদীদ না হয় তাহলে অর্থ হবে উক্ত ব্যক্তি নিজের সাহসিকতা এবং বীরত্বপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে অর্থাৎ আল্লাহর রাহে দৃঢ়পদ থাকা এবং জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে না আসা ইত্যাদি দায়িত্বসমূহকে সত্যায়ন এবং পূর্ণ করে দেখায়েছে।

আর যদি তাশদীদপূর্ণ পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে, সে ব্যক্তি সাহসিকতা এবং বিরত্বতাপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে সত্যবাদী বলে প্রমাণিত করেছে এবং তাঁর কথাকে সত্যায়িত করেছে। কেননা, সে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং জিহাদের পথের সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, কষ্ট সহ্য করেছে। অবশ্য সবকিছুই করেছে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ছওয়াবের আশায়।(মেরকাতুল মাফাতীহ, ৭ ঃ ৩১০)

হাদীস নং ২৬

وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْقَتْلٰى ثَلٰثَةٌ، مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَ مَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَاِذَالَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْهِ فَذَالِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِىْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لَايَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ اِلَّابِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَسَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَ مَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ مُمَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهٗ وَ خَطَايَاهُ اِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَاُدْخِلَ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَ مَالِهٖ فَاِذَالَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِى النَّارِ اِنَّ السَّيْفَ لَايَمْحُو النِّفَاقَ ـ

"হযরত উতবা বিন আবদিস সালামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিহাদে নিহত ব্যক্তি তিন প্রকারের হয়—(১) প্রথমতঃ ঐ মুমেন ব্যক্তি যে নিজের জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। সুতরাং যখন শত্রুদের সাথে মুকাবালা হয়েছে তখন এমনভাবে (সাহস এবং বীরত্বের সাথে) যুদ্ধ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ব্যক্তি এমন শহীদ যে, যাকে জিহাদের সর্বপ্রকার কষ্ট-যাতনা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আখেরাতে তাঁর অবস্থানস্থল হবে আরশের নীচে আল্লাহর (বিশেষ) তাঁবুর মধ্যে। আর আম্বিয়া (আঃ) এবং তাঁর মধ্যে শুধুমাত্র নবুওয়তের স্তরই পার্থক্য থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার—ঐ মুমেন ব্যক্তি যার ভালো খারাপ উভয় প্রকারের আমল রয়েছে। যে তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যখন শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে তখন সে এমনভাবে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ব্যক্তির শাহাদাত ক্ষমার কারণ হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত গোনাহ এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এ কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তরবারী গোনাহসমূহকে অত্যন্ত বেশী মোচন করে। জান্নাতের যে কোন দ্বার দিয়ে সে ইচ্ছা করবে তাকে প্রবেশ করানো হবে।

তৃতীয়—মুনাফিক ব্যক্তি সে (যদিও) তার জানমাল নিয়ে জিহাদ করেছে এবং শত্রুদের সাথে প্রচণ্ড লড়াইও করেছে, এমনকি নিহত হয়েছে। তবুও সে দোযখে যাবে। কারণ, তরবারী মুনাফেকীকে মোচন করে না। (অর্থাৎ নেফাকীর গোনাহ ক্ষমা হয় না)।"

(মেশকাত শরীফ দারেমীর বরাত দিয়ে পৃঃ ৩৩৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ জিহাদের মাধ্যমে মুমিনদের গোনাহ এবং ভুলত্রুটিসমূহ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফিকের নেফাকির গোনাহ নিঃশেষ হয় না। বরং ময়দানে জিহাদে মারা যাওয়া সত্বেও দোযখে যায়।

জিহাদের পথে বের হওয়ার ফযীলাত

হাদীস নং ২৭

وَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَايَجْمَعُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ دُخَانَ جَهَنَّمَ وَ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ مِنْهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ عَامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ وَ مَنْ جَرَحَ جَرَاحَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ لَهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ نُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ وَ رِيْحُهَا مِثْلُ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ يَعْرِفُهُ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ يَقُوْلُوْنَ فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ وَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তির পেটে তাঁর রাহের ধুলাবালি এবং জাহান্নামের ধুয়াকে একত্রিত করবেন না। আর যে ব্যক্তির পদদ্বয় জিহাদের পথে ধুলামিশ্রিত হয়েছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক তাঁর থেকে দোযখের অগ্নিকে এতদূর করে দিবেন, যতদূর একজন দ্রুতগামী আরোহী একহাজার বছর পথ অতিক্রম করতে সক্ষম (অর্থাৎ সরাসরি জাহান্নামকেই এতদূর করা হবে)। আর যে ব্যক্তি জিহাদের রাস্তায় আহত হয়, আল্লাহ তায়ালা উক্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে শহীদগণের সিলমোহর অংকন করে দেন এবং কিয়ামতের দিবসে উক্ত ব্যক্তির জন্য (বিশেষ ধরণের) প্রদীপ হবে এবং ক্ষতস্থানের রঙ হবে যাফরানের ন্যায়। আর মেশকের ন্যায় সুঘ্রাণ। উক্ত আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান দেখে পূর্বের এবং পরের সমস্ত লোক চিনতে পারবে এবং তারা বলবে এ ব্যক্তির উপর শহীদের সিলমোহর অংকন করে দেওয়া হয়েছে।

আর যে ব্যক্তি সামান্য সময় আল্লাহর রাহে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।”

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবে শহীদ না হয় বরং জিহাদের পথে যেয়ে আহত হয়, তাহলেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহ এবং অনুকম্পার দ্বারা শহীদের মোহর অংকন করে দেন। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট জিহাদ কত প্রিয় ; সাধারণ জখমী ব্যক্তিকেও আল্লাহ তায়ালা শহীদের সিলমোহর লাগায়ে শাহাদাতের ফযীলাত দান করবেন। হাদীসের শেষাংশ দ্বারা কথাটির আরো গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সেটা হলো—“সামান্য সময় আল্লাহর রাহে জিহাদে অংশগ্রহণ করলে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।”

অল্প আমল সওয়াব অনেক বেশী

হাদীস নং ২৮

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى النَّبِيْتِ قَبِيْلَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَمِلَ هٰذَا يَسِيْرًا وَ اَجَرَكَثِيْرًا ـ

“হযরত বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আনসারগণের বনু নাবীত গোত্রের এক ব্যক্তি আসল এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর সে সামনে অগ্রসর হল এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করল। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তির আমল যদিও অল্প কিন্তু সওয়াব পেয়েছে অনেক বেশী।”(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৮ জিহাদ অধ্যায়)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ এ সাহাবী কতই না সৌভাগ্যশীল। জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে গোনাহসমূহ থেকে পবিত্র হলেন। আর ক্ষাণিক পরেই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হলেন।

শহীদের রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপ্যায়ন শুরু

হাদীস নং ২৯

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَاتَجِفُّ الْاَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَتّٰى تَبْتَدِرَهُ زَوْ جَتَاهُ كَاَنَّهُمَا ظِئْرَانِ اَضَلَّتَا فَصِيْلَهُمَا فِىْ بَرَاحٍ مِنَ الْاَرْضِ وَفِىْ يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদানের আলোচনা উঠানো হলে তিনি বললেন, শহীদের রক্ত মাটিতে শুকানোর পূর্বেই তার দুজন স্ত্রী (হুর) এমনভাবে কোলে তুলে নেয়, যেমনিভাবে দু'জন দুধমাতা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কোন মরুপ্রান্তে হারিয়ে ফেলেছে। (অতঃপর হঠাৎ পাওয়ার পর যেমনি স্নেহ-মমতা এবং পাগলপারা হয়ে চুমু খেতে থাকে।) আর প্রত্যেক স্ত্রীর হাতে শহীদ এর জন্য এমন এক জোড়া করে কাপড় থাকবে যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ২.৬ জিহাদ অধ্যায় শহীদের ফযীলাত পরিচ্ছেদ)

সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশকারী

হাদীস নং ৩০

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ اِذَا اُمِرُوْا سَمِعُوْا وَ اَطَاعُوْا وَاِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ اِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهٗ حَتّٰى يَمُوْتَ وَهِىَ فِىْ صَدْرِهٖ وَ اِنَّ

اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَدْعُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَاْتِىْ بِزُخْرُفِهَا وَ زِيْنَتِهَا فَيَقُوْلُ، اَيْنَ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ، وَ قُتِلُوْا وَ اُوْذُوْا وَ جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ؟ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَدْ خُلُوْنَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ تَاْتِى الْمَلاَئِكَةُ فَيَسْجُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَ نُقَدِّسُ لَكَ مِنْ هٰئُولَاءِ الَّذِيْنَ آثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ هٰؤُلَاءِ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেত শুনেছি, জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ধরনের মানুষের মধ্যে সর্বাগ্রে ঐ সমস্ত দরিদ্র মুহাজিরগণ হবে, যাঁদের কারণে অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচা যেত। তাদেরকে (তাদের বাদশার পক্ষ হতে) কোন নির্দেশ দেয়া হলে তা তারা অবনত মস্তকে মেনে নিত এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকত। যদিও তাঁদের কারুর প্রয়োজন বাদশার নিকট পেশ করা হলে তা পূর্ণ করা হত না। (তবুও তারা আনুগত্যের ব্যাপারে অবহেলা করত না এবং কোন প্রকার অসম্মতিও প্রকাশ করত না) এবং শেষ পর্যন্ত সে প্রয়োজন পূরণ না হওয়ার দুঃখ অন্তরে চেপে রেখেই মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ পাক জান্নাতকে ডাকার পর জান্নাত সুশোভিত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সে বান্দারা কোথায় যারা আমার রাহে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করেছে এবং নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও (ক্রমাগত) জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে?

আল্লাহ তায়ালা (দরিদ্র মুহাজিরগণকে) বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

অতঃপর তারা কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ

করবে। ফেরেশতাগণ এগুলো দেখে আল্লাহর সমীপে সেজদাবনত হয়ে আরজ করবে, হে আল্লাহ! আমরা দিবা–রাত্রি আপনার তাসবীহ ও হামদ পাঠে মশগুল থাকি এবং আপনার পবিত্রতা বয়ান করি। এ সমস্ত লোক কারা যাদেরকে আপনি আমাদের উপর বেশী মর্যাদা প্রদান করেছেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এরা আমার ঐ সমস্ত বান্দা যারা আমার রাহে লড়াই করেছে এবং তাদেরকে আমার রাহে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ (জান্নাতের) প্রত্যেক দ্বার দিয়ে একথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে ঃ ধৈর্যের বিনিময়ে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পরিণামগৃহ কতই না উত্তম।"

সবচাইতে বেশী দানশীল কে?

হাদীস নং ৩১

رُوِىَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَااُخْبِرُ كُمْ عَنِ الْاَجْوَدِ الْاَجْوَدِ؟ اَللّٰهُ الْاَجْوَدُ الْاَجْوَدُ وَ اَنَا اَجْوَدُ وُلْدِ آدَمَ وَ اَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَ عِلْمَهٗ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُمَّةً وَحْدَهٗ وَ رَجُلٌ جَادَبِنَفْسِهٖ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يُقْتَلَ -

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না সবচাইতে বেশী দানশীল কে? (অতঃপর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) সবচেয়ে বেশী দানশীল হলেন আল্লাহ তায়ালা। আর আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল হলাম আমি। অতঃপর সবচেয়ে বেশী দানশীল হল ঐ ব্যক্তি যে ইলম অর্জন করেছে ও তা প্রচার করেছে। ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে এক উম্মতের সমান করে উঠানো হবে। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে।"

একজন সাহাবীর ঘটনা এবং তার জন্য শুভ সংবাদ

হাদীস নং ৩২

وَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَسْوَدَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْوَدُ مُنْتِنُ الرِّيْحِ قَبِيْحُ الْوَجْهِ لَا مَالَ لِىْ، فَاِنْ اَنَا قَاتَلْتُ هٰئُو لَاءِ حَتّٰى اُقْتَلَ فَاَيْنَ اَنَا ؟ قَالَ فِى الْجَنَّةِ، فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ، فَاَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ بَيَّضَ اللّٰهُ وَجْهَكَ وَطِيْبَ رِيْحِكَ وَ اَكْثَرَ مَالِكَ وَ قَالَ لِهٰذَا اَوْ لِغَيْرِهٖ لَقَدْ رَاَيْتُ زَوْجَتَهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ نَازَعَتْهُ جُبَّةً لَهٗ مِنْ صُوْفٍ تَدْخُلُ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ جُبَّتِهٖ -

"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কালো বর্ণবিশিষ্ট এক ব্যক্তি নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গায়ের রং কালো, আমার শরীর দুর্গন্ধযুক্ত এবং আমার চেহারা কুৎসিত, সর্বোপরি আমি নিতান্তই দরিদ্র। এখন আমি যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হই তাহলে আমার শেষ ফলাফল কী হবে? নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি জান্নাতে যাবে। একথা শুনে সে ব্যক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল। শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ পাক তোমার চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। তোমার শরীরকে সুবাসিত করে দিয়েছেন এবং তোমাকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত (শহীদ) ব্যক্তির বা অন্য কারুর ব্যাপারে বলেছেন, আমি নিশ্চিত ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর যে তার স্ত্রী তাকে দেখেছি (অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে) সে উক্ত ব্যক্তি উলের কাপড় খুলে তার বাহুবন্ধনে যেতে চাচ্ছে।"

জান্নাতে শহীদের জন্য উত্তম অট্টালিকা

হাদীস নং ৩৩

وَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَ اِبِىْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِىْ دَارًاهِىَ اَحْسَنُ وَ اَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَالِىْ اَمَّاهٰذِهٖ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

"হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ রাতে স্বপ্নে দু'জন ব্যক্তিকে দেখেছি তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠেছে এবং এমন একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছে যে ঘর থেকে সুন্দর এবং সুসজ্জিত উত্তম আর কোন ঘর দেখিনি (অর্থাৎ স্বয়ং নবীয়ে কারীম (সাল্লাঃ) বলছেন) অতঃপর তারা উভয় আমাকে বলল, এটা শহীদের মহল।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ জান্নাতে শহীদগণ যে সমস্ত সুন্দর, মনোরম এবং আলীশান অট্টালিকা পাবে এবং তাঁদের জন্য যেমন সম্মান–মর্যাদা আর সমাদরের ব্যবস্থা রয়েছে, তার ধারণা এবং কল্পনাও ইহজগতে করা সম্ভবপর নয়।

শহীদের উপর ফেরেশতার পাখা দ্বারা ছায়াদান

হাদীস নং ৩৪

وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ، جِيْئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْمُثِّلَ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْهُ وَ جْهَهُ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ اِبْنَةُ عَمْرٍو اَوْاُخْتٍ؟ فَقَالَ لَمْ تَبْكِىْ اَوْلَاتَبْكِىْ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا ۔

"হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার আব্বা যিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তাকে 'মুসলা' (অর্থাৎ কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হয়েছে) করা হয়। তাঁকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আনা হলো, আমি তাঁর চেহারা খুলতে উদ্যত হলাম। কিন্তু আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কোন মহিলার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কেউ বলল, এ মহিলা আমরের মেয়ে অথবা বোন (রাবীর সন্দেহ)। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদছ কেন বা (তিনি বললেন) তুমি কাঁদবে না। কারণ, তাঁর উপর ফেরেশতারা অবিরাম তাদের পাখা দিয়ে ছায়া প্রদান করছে।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ শহীদগণের এন্তেকালের সাথেই বিভিন্ন প্রকার সাদর-সম্ভাষণ, সমাদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে যায়। যেমনিভাবে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে উক্ত সাহাবী ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করা মাত্রই আল্লাহ তায়ালা তাঁর খেদমতের জন্য ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তারা অবিরাম তাঁকে তাদের পাখা দিয়ে ছায়া প্রদান করছে।

হযরত জাফর (রাঃ)এর ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে উড্ডয়ন

হাদীস নং ৩৫

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَاَيْتُ جَعْفَرَبْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَلَكًا يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ ذَاجَنَاحَيْنِ يَطِيْرُ مِنْهُمَا حَيْثُ شَاءَ مَقْصُوْصَةً قَوَادِمُهُ بِالدَّمَاءِ -

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)কে জান্নাতে ফেরেশতার ন্যায় উড্ডয়ন করতে দেখেছি এবং তাঁর দুটো ডানা রয়েছে। সে ডানা দিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়ায়। আর তাঁর বাহুর অগ্রভাগে রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে।

হাদীস নং ৩৬

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَنِيْئًا لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَبُوْكَ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلٰئِكَةِ فِى السَّمَاءِ

"হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবদুল্লাহ, তোমার জন্য শুভসংবাদ, তোমার পিতা ফেরেশতাদের সাথে আকাশে বিচরণ করছে।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত জাফর তায়্যার (রাঃ) মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং যুদ্ধে তাঁর দুটো বাহুই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে তাঁকে দুটো ডানা দান করেছেন—যার দ্বারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড্ডয়ন এবং বিচরণ করেন এজন্যই তাঁর নামকরণ করা হয়েছে 'উড্ডয়নকারী'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে এ রকম আশ্চর্যজনক মর্যাদাপূর্ণ আচরণ দেখে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেছেন, হে আবদুল্লাহ, দেখ তোমার পিতা আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর সাথে আল্লাহপাক কেমন সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেছেন। জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে বিনা দ্বিধায় তিনি উড্ডয়ন এবং বিচরণ করতে পারবেন আর সাথী হিসেবে সাধারণ মানুষ নয় বরং ফেরেশতাগণ থাকে।

শহীদ কবরের সাওয়াল জওয়াব থেকে মুক্ত

হাদীস নং ৩৭

وَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ اِلَّا الشَّهِيْدُ؟ قَالَ، كَفٰى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلٰى رَاْسِهٖ فِتْنَةً

"হযরত রাশেদ ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে শ্রবণ করেছেন

যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রত্যেক ব্যক্তির কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিন্তু শহীদের কবরে কোন প্রকার সাওয়াল জওয়াব হয় না কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর মাথার উপর তরবারীর অগ্নি পরীক্ষাই যথেষ্ট।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ শহীদের পরীক্ষা তো দুনিয়া থেকেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কারণ সে রণাঙ্গনে গিয়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করে তরবারীর আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছে। তাই দ্বিতীয়বার আর পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এ দ্বারা বুঝা গেল শহীদ কবরের সওয়াল জওয়াব থেকে মুক্ত।

সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারী

হাদীস নং ৩৮

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ اَوَّلُ ثَلٰثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ شَهِيْدٌ وَ عَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَ عَبْدٌ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَ نَصَحَ لِمَوَ اِلَيْهِ ـ (قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا احَدِيْثٌ حَسَنٌ)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সম্মুখে উক্ত তিনব্যক্তিকে পেশ করা হল, যারা সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মধ্যে একজন শহীদ। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে হারাম থেকে বেঁচে থাকে এবং কারও নিকট ভিক্ষা চায় না। আর তৃতীয় ঐ গোলাম যে নিজের প্রতিপালকের ইবাদত বন্দেগী ঠিকমত করে এবং পাশাপাশি তার মুনিবেরও মঙ্গলকামী হয়।"

(তিরমিযী শরীফ, জিহাদের ফাযায়েল অধ্যায়, হাদীস নং ১৬৪২)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত তিন ব্যক্তির সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ আম্বিয়া (আঃ)এর পরে উম্মতগণের আগে। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশের কথা অন্য হাদীসে স্পষ্ট আছে।

সবচাইতে উত্তম শহীদ

হাদীস নং ৩৯

وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الشُّهَدَاءِ اَفْضَلُ، قَالَ اَلَّذِيْنَ اَنْ يَّلْقَوْا فِى الصَّفِّ لَايَلْفَتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعَلَا مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ۔

"হযরত নুয়াঈম ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, শহীদগণের মধ্যে সর্বোত্তম কারা? নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম শহীদ, যে শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ হলে ময়দান থেকে পালায় না (বরং অটল থাকে) এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যায়। এ রকম শহীদগণ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর যখন আল্লাহ পাক দুনিয়ায় কারুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাদের আর কোন হিসাব হয় না।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ শহীদগণের মধ্যে সর্বোত্তম কারা? উক্ত প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য হল, শহীদের অনেক প্রকার রয়েছে। সুতরাং সর্বোত্তম প্রকার কোন্‌টা? উক্ত প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ময়দান থেকে পালিয়ে আসে না বরং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যায়। তাঁদের সমাদর এবং আপ্যায়নসমূহের মধ্য থেকে একটা হল তারা সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে এবং সর্বপ্রকার হিসাব থেকে মুক্তি পাবে।

মুজাহিদ সর্বাবস্থায় সফলকাম

হাদীস নং ৪০

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْنِى يَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِىْ هُوَ عَلَىَّ ضَمَانٌ اِنْ قَبَضْتُهٗ اَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَ اِنْ رَجَعْتُهٗ رَجَعْتُهٗ بِاَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ـ

"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার রাহে জিহাদ করে আমি তার জিম্মাদার হয়ে যাই ; যদি আমি তাকে মৃত্যুদান করি (শহীদ হয়ে যায়) তাহলে তাকে আমি জান্নাতের অংশীদার বানাই। আর যদি তাকে আমি জীবিত এবং সুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করাই, তাহলে সওয়াব প্রতিদান অথবা গনীমতের সাথে প্রত্যাবর্তন করাই।" (তিরমিযী শরীফ ১ঃ২৩১, ফাযায়েলে জিহাদ অধ্যায়)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মুজাহিদগণ সর্বাবস্থায় কৃতকার্য এবং সফলকাম। যদি সে আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে তাহলে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের মালিক হয়। আর যদি জীবিতাবস্থায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে দুনিয়া–আখেরাত উভয় জাহানেই আল্লাহর অনুগ্রহ–অনুকম্পা এবং দুনিয়ায় মালে গনীমতের অংশীদার বানান।

পূর্বের অধ্যায়ে শাহাদাতের ফযীলাতের উপর চল্লিশ হাদীস পেশ করা হয়েছে, যার দ্বারা শাহাদাতের ফযীলাত এবং সাথে সাথে তার স্তরগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জিহাদ এবং শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা এবং ফযীলাত থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে কিছু ভুল–ত্রুটি এবং অবহেলার কারণে তা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং এত কষ্ট–নির্যাতন সহ্য করার পরও তার নির্ধারিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুতরাং কি কি কারণে প্রতিদান এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে তার আলোকে এখন কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যাতে করে সে সমস্ত ভুল–ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে বাঁচানো যায় এবং জিহাদ ও শাহাদাতের পূর্ণ সওয়াব এবং ফযীলাতের ভাগী হওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
যে সমস্ত কারণে জিহাদ এবং শাহাদাতের ফযীলাত ও সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়

হাদীস নং ১

وَ عَنْ اَبِىْ مُوسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرٰى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَاءِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"হযরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ) বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল—ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেউ গনীমাতের মালের জন্য জিহাদ করে, কেউ সুনাম–সুখ্যাতির জন্য জিহাদ করে, আবার কেউ (বীরত্বের ক্ষেত্রে) নিজের মর্যাদা দেখানোর মানসে জিহাদ করে, তাহলে তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাহে আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার মানসে জিহাদ করে, সে–ই আল্লাহর রাহে আছে।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে শাহাদাতের ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন— (১) শুধুমাত্র গনীমতের মালের জন্য জিহাদ করা। (২) সুনাম, সুখ্যাতি অর্জনের জন্য জিহাদ করা। (৩) নিজের বীরত্বতা প্রকাশের মানসে জিহাদ করা।

মুজাহিদকে আপন নিয়্যতের উপরই উঠানো হবে

হাদীস নং ২

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا انَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ وَ الْغَزْوِ؟ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اِنْ

قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وعَلٰى اَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْقُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে জিহাদের বিষয়ে কিছু বলুন, অর্থাৎ কোন্ ধরনের জিহাদ সওয়াব এবং পুণ্যের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন আমর যদি তুমি ধৈর্য এবং সওয়াবের নিয়্যতে জিহাদ কর তাহলে তোমাকে সে অবস্থায়ই উঠানো হবে। আর যদি তুমি লৌকিকতা এবং অহংকার ভরে জিহাদ কর অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে, আমি তোমাদের মধ্যে বড় বীর এবং সাহসী, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে সে অবস্থায়ই উঠাবে। হে আবদুল্লাহ বিন আমর, তুমি যে অবস্থায় যুদ্ধ কর বা নিহত হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সে অবস্থায়ই উঠাবেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মুজাহিদ যে নিয়্যতে জিহাদ করবে আল্লাহ পাক সে ভিত্তিতেই প্রতিদান এবং বিনিময় প্রদান করবেন। সুতরাং যদি ভাল নিয়্যত থাকে তাহলে অবশ্যই উত্তম প্রতিদান হবে। আর যদি নিয়্যত খারাপ থেকে থাকে তাহলে তার ফলাফলও সে রকম হবে।

মাল এবং প্রসিদ্ধি লাভের জন্য জিহাদ

হাদীস নং ৩

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلًا غَزَايَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهٗ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَهٗ فَاَعَادَهَاثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَيْءَ لَهٗ ثُمَّ قَالَ، اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ

اِلَّامَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَ ابْتَغٰى بِهٖ وَجْهَهٗ ـ

"হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোন ব্যক্তি যদি সওয়াব এবং সুনাম–সুখ্যাতি অর্জনের জন্য জিহাদ করে তাহলে তার ব্যাপারে আপনার রায় কি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, এ রকম ব্যক্তির জন্য কিছুই নেই অর্থাৎ কোন সওয়াব পাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটাকে তিনবার উল্লেখ করলেন এবং বললেন, "তারজন্য কিছুই নেই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহপাক একমাত্র এখলাছ এবং তাঁর সন্তুষ্টিচিত্তে কৃত আমলই কবুল করেন।" (নাসায়ী শরীফ)

জাহান্নামে প্রবেশকারী শহীদ

হাদীস নং ৪

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ، فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُّ، قَالَ كَذِبْتَ وَلٰكِنْ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ هُوَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ ـ (رواه مسلم واللفظ له و النسائى والترمذى و ابن خزيمه فى صحيحه)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম (দোযখে প্রবেশের) ফায়সালা হবে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে (জিহাদের ময়দানে) শাহাদাত বরণ করেছে। উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত কর

হবে এবং আল্লাহ পাক তাঁর (দুনিয়ায়) প্রদত্ত নেয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করলে সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন তুমি সে নেয়ামতের বদলায় কী করেছ? সে বলবে, আমি তোমার রাহে জিহাদ করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি (এভাবে আমার সবচাইতে দামী এবং প্রিয় জিনিস তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি।) আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি জিহাদ করছ এজন্য যে, তোমার বীরত্বের প্রচার প্রসার হবে (তুমি লোকমুখে আলোচিত ব্যক্তি হবে) সুতরাং তোমার সে উদ্দেশ্য তো সফল হয়েছে এবং তুমি দুনিয়ায় বীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছ। অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (আত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব ২ ঃ ২৯৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তায়ালা সকলের অন্তর্যামী এবং সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি যেহেতু লৌকিকতা এবং মানুষের সুনাম–সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছে এজন্য জান্নাতের পরিবর্তে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ জিহাদের পথে এত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত জীবন উৎসর্গ করেও তার সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

জিহাদ দু'ধরনের হয়ে থাকে

হাদীস নং ৫

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَاَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ، وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ، وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا اَوْرِيَاءً، وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَنْ يَّرْجِعَ بِالْكَفَافِ"

"হযরত মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিহাদ দু'ধরনের হয়ে থাকে ; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে জিহাদ করেছে, ইমামের (আমীরের) অনুগত রয়েছে, তার উত্তম মাল তাতে খরচ করেছে, সাথীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেছে এবং সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ থেকে দূরে রয়েছে, এরকম ব্যক্তির জেগে থাকা এবং নিদ্রা যাওয়া সবকিছুই সওয়াবে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের বড়ত্ব, রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের মানসে জিহাদ করেছে, নিজের ইমামের (আমীরের) নাফরমানী করেছে এবং পৃথিবীতে ফেৎনা ছড়িয়েছে, এ রকম ব্যক্তি সমান-সমানও ফিরবে না (অর্থাৎ তার সওয়াব তো দূরের কথা বরং উল্টা গোনার বোঝা নিতে হবে)।" (আবু দাউদ শরীফ)

মাল-দৌলতের জন্য জিহাদ করা

হাদীস নং ৬

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، مَنْ غَزَافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَمْ يَنْوِ اِلَّاعِقَالاً، فَلَهٗ مَانَوٰى ـ

"হযরত উবাদাতা ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে শুধুমাত্র (মাল অর্জনের জন্য) রশির জন্য, তাহলে উক্ত ব্যক্তি জিহাদে শুধু তা-ই পাবে যার সে নিয়্যত করেছে।"

(নাসাঈ শরীফ, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৯৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি যদি মাল-দৌলতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে ; এমনকি সাধারণ রশির পরিমাণ মালেরও উদ্দেশ্য থাকে, যা হাদীসে عقال দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে তাহলেও সে জিহাদের সমস্ত সওয়াব এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে।

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আখেরাতের কাজ করা

হাদীস নং ৭

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَشِّرْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِالتَّيْسِيْرِ، وَالسَّنَاءِ، وَالرِّفْعَةِ بِالدِّيْنِ، وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْبِلَادِ، وَالنَّصْرِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ـ

"হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ উম্মতের জন্য শুভসংবাদ যে, তাদের জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে, দ্বীনের মাধ্যমে উচ্চসম্মান দান করা হয়েছে। দেশ পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের আমলকে পার্থিব উদ্দেশ্যে করবে, সে আখেরাতে (উক্ত আমলের) কোন সওয়াব পাবে না।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ দ্বীনের সমস্ত কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে হওয়া দরকার। তাই যদি কেহ পার্থিব উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে করে থাকে তাহলে আখেরাতে কিছুই পাবে না।

হাদীস নং ৮

وَ عِنْدَ التِّرْمِذِىْ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى، اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ اِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِىْ بَيْنَهُمْ، وَ كُلُّ اُمَّةٍ جَاثِيَةٌ فَاَوَّلُ مَنْ يَّدْعُوْبِهٖ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَ رَجُلٌ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَ رَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ وَ يُؤْتٰى بِالَّذِىْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ، فِيْمَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُوْلُ، اَىْ رَبِّ اُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتّٰى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ، كَذِبْتَ، وَ تَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبْتَ، وَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى، بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ

فُلَانٌ جَرِيٌّ، فَقَدْ قِيلَ ذَالِكَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتِيْ فَقَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اُولٰئِكَ الثَّلَاثَةُ اَوَّلُ خَلْقِ اللّٰهِ تُسْعَرُبِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

"রাবী বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহ পাক বান্দার ফায়সালার (হিসাব নিকাশ) জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, তখন মানুষ (ভয়ে) উপুড় হয়ে থাকবে। সুতরাং সর্বপ্রথম যে (তিন) ব্যক্তিকে আহবান করা হবে তার মধ্যে একজন হবে যে পবিত্র কুরআন হিফজ করেছে। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে। (তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি যে ধনী ছিল। (অতঃপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ বলেছেন যার মধ্যে হাফেজ এবং ধনীর শেষফলের কথা বলা হয়েছে এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি) অবশেষে রাবী বলেন, তারপর শহীদকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি কেন শহীদ হয়েছ?" সে বলবে, হে আল্লাহ, আমাকে জিহাদ করতে বলা হয়েছে বিধায় আমি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। এমনিভাবে ফেরেশতাগণও বলবে যে, তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন এবং (তুমি জিহাদ করেছ) এজন্য যে, তোমাকে মানুষ বীরবিক্রম বলবে। সুতরাং তোমাকে দুনিয়ায় তা বলা হয়েছে (এবং তোমার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছে) অতঃপর নবী করীম (সাল্লাঃ) আমার হাঁটুর উপর হাত রেখে বললেন, হে আবু হুরায়রা (রাঃ) সবার মধ্য থেকে সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তি দ্বারাই জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে।(কেননা তারা দ্বীনের কাজকে সুনাম সুখ্যাতির জন্য করেছে)"

দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে জিহাদ

হাদীস নং ৯

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ وَ هُوَ يُرِيْدُ عَرَضًامِنْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ، لَا اَجْرَلَهٗ، فَاَعْظَمَ ذَالِكَ النَّاسُ، وَ قَالُوْا لِلرَّجُلِ، عُدْلِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ هُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضَ الدُّنْيَا، قَالَ، لَا اَجْرَلَهٗ فَاَعْظَمَ ذَالِكَ النَّاسُ وَ قَالُوْا، عُدْلِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ وَ هُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَا اَجْرَلَهٗ ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি দুনিয়ার মাল–আসবাবের উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কোন সওয়াব হবে না। সকলের নিকট এটা অত্যন্ত ভারী এবং আশ্চর্যজনক অনুভূত হল এবং উক্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার জন্য বলল। কারণ হয়ত তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝতে পারনি। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি দুনিয়ার মাল–আসবাবের উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে চায়(তার ব্যাপারে আপনার কি রায়?) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কোন সওয়াব হবে না। মানুষে আবার বলল, তুমি পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস কর। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি তৃতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরকম ব্যক্তির কোন সওয়াব হবে না।"

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মাল–আসবাবের উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে সে কোন সওয়াব পাবে না, বরং সব থেকে বঞ্চিত হবে। আর হাদীসের মধ্যে বারংবার জিজ্ঞেসের কথা উল্লেখ হয়েছে। কারণ জিহাদের এতবড় সওয়াব থেকে দুনিয়ার সাধারণ জিনিসের নিয়্যতের কারণে বঞ্চিত হবে—এটা উপস্থিত সকলের নিকট খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিল বিধায় প্রশ্নকারীকে বারবার জিজ্ঞেস করে

স্পষ্ট করে নিতে বলেছিল। সুতরাং বুঝা গেল যত বড় আমলই হোক না কেন যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য না হয় এবং যদি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা অনর্থক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই।

শহীদগণের ঈমানদীপ্ত ঘটনা

(১) মুজাহিদগণের নিকট শহীদের রক্তের সুঘ্রাণের ঘটনা প্রসিদ্ধ। তাঁরা কোন এলাকায় প্রবেশের সাথেই শহীদের রক্তের সুঘ্রাণ পেয়ে বুঝতে পারত যে, এখানে নিকটবর্তী কোন স্থানে শহীদ রয়েছেন। সুতরাং এ রকম কিছু বাস্তব ঘটনা যা আফগানিস্তানে ঘটেছে তা তুলে ধরা হল।

মাওলানা আরসালান সাহেব যিনি পাকতিকা প্রদেশের প্রসিদ্ধ কমাণ্ডার। তিনি বলেছেন, আমাদের একজন ছাত্র আবদুল বাছির শহীদ হয়ে গিয়েছে। আমি এবং মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ রাতের আঁধারে তাঁকে খুঁজতে বের হয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ফাতহুল্লাহ বলল, আমরা শহীদের নিকটেই এসে গিয়েছি। কারণ, আমি ভীষণ সুগন্ধি অনুভব করছি। একটুপরে আমিও মোহিত হলাম এবং শহীদকে পেয়ে গেলাম এবং তাঁর শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত রাতের আঁধারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত এবং চমকপ্রদ অবলোকিত হচ্ছিল। (আয়াতুর রহমান শায়েখ আবদুল্লাহ আযযাম শহীদ (রঃ) পৃঃ ৭৪)

(২) মুজাহিদ ওমর হানিফ বলেন, আমি জিহাদের সময় রণক্ষেত্রে কোন শহীদকে এমন দেখিনি যে, যার শরীর পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে এবং কোন শহীদের লাশকে এমন দেখিনি যে, কোন হিংস্র জন্তু স্পর্শ করেছে। অথচ কমিউনিষ্টদের লাশকে কুকুর এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু টানা-হেঁচড়া করেছে তা দেখেছি। অনেক শহীদের লাশ এক বছর পরও এমন দেখেছি, যেন মাত্রই শাহাদাত বরণ করেছে এবং অঝোরে রক্ত ঝরছে। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ১০২)

(৩) মাওলানা নাছরুল্লাহ মানছুর বলেন, আমাকে হাবীবুল্লাহ (ইয়াকুত) শুনায়েছে—আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার

আম্মা তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে। সে আম্মাকে বলছে, আমার সমস্ত ক্ষতস্থান মিটে গিয়েছে শুধুমাত্র মাথার একটা ক্ষত বাকী আছে।

আম্মা স্বপ্নের পর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং বারংবার বলার পর আমরা শহীদের কবর খুঁড়তে শুরু করলাম। কিন্তু আমার ভাইয়ের পাশেই অন্য কবর ছিল। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এক কবরে মাইয়্যেতের উপর বিচ্ছু দেখতে পেলাম। যা দেখে আমার আম্মা আর খুঁড়তে নিষেধ করলেন কিন্তু আমি বললাম, আমার ভাই শহীদ হয়েছে তার লাশের উপর কখনও বিচ্ছু থাকতে পারে না। তাই আর একটু অগ্রসর হওয়ার পরই আমার ভাইয়ের তনু দৃষ্টিগোচর হল এবং তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ আসতেছিল। আর সত্যিই তার মাথায় একটা ক্ষত দেখলাম যেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার আম্মা উক্ত ক্ষতস্থানে হাত বুলানোর পর এমন সুগন্ধিযুক্ত হয়েছে যে, তিন মাস পর্যন্ত তার আঙ্গুল দিয়ে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ৯৭)

(৪) মুহাম্মাদ শিরীন বলেন, ওরদাগ প্রদেশে চারজন মুজাহিদ সাথী শহীদ হওয়ার চারমাস পরও আমরা তাদের কবর থেকে মেশকের ন্যায় সুঘ্রাণ অনুভব করেছি। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ৯৭)

শহীদগণের সমাধি এবং উজ্জ্বল আলোকছটা

(১) হেলমান্দ প্রদেশের মুজাহিদ আবদুল মান্নান বলেছেন, এক যুদ্ধে মুজাহিদ ছ'শত আর শত্রু ছ'হাজার এবং তাদের ছ'টা ছিল ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটা ফাইটার প্লেন। তাদের সমস্ত সমরশক্তি ব্যয় করে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং একাধারে আঠারোদিন যুদ্ধ বলবৎ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের চারশত পঁচাশিজন নিহত হয়েছে এবং ছত্রিশজন বন্দী হয়েছে আর মুজাহিদ মাত্র তেত্রিশজন শহীদ হয়েছেন।

তখন প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল। তা সত্ত্বেও শহীদের লাশগুলো অপরিবর্তিত এবং অবিকৃত ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুজাহিদ আবদুল গফুর দীন মুহাম্মাদ। প্রত্যহ রাতের আঁধারে তাঁর শরীর থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকছটা আকাশ পানে আলোকিত হয়ে যেত

এবং সেটা প্রায় তিন মিনিট পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হত। উক্ত বিস্ময়কর ঘটনা সকল মুজাহিদগণই অবলোকন করেছেন। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ১১০)

(২) কান্দাহারে উরগুন্দ–আব নামক জায়গার কবরস্থানে একবার মুজাহিদগণ উজ্জ্বল আলো দেখে মনে করেছে ওখানে শত্রুবাহিনী এসে অবস্থান করছে। মুজাহিদগণ প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুর উপর হামলা করতে যেয়ে দেখে কিছুই নেই। বরং ওখানে এক শহীদের কবর থেকে আলো বের হচ্ছে। পরে সেটা থেমে গেল।

শহীদের আরো কিছু চমৎকার ঘটনা

(১) জনাব আবদুল জব্বার ছাহেব (উরগুন) বর্ণনা করেন, পহেলা জুলাই ১৯৮৬ সনে আমরা কমিউনিষ্ট সৈন্যের উপর আক্রমণ করলাম। তখন মুজাহিদ মুহাম্মাদ আগা শহীদ হলে আমরা তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি তাঁর রক্ত দ্বারা কে যেন চাদরের গায়ে কালেমা তায়্যিবা লিপিবদ্ধ করেছে। আমরা সকলে তা দেখেছি।

(২) মুজাহিদ নকীবুল্লাহ লওগরী বর্ণনা করেন, ১৯৮৪ সনের ৯ই জিলহজ্জ আরাফার দিন আমরা শত্রুর উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছি এবং শতাধিক বক্তারবন্দ গাড়ী, ট্যাংক ইত্যাদি অসংখ্য গনীমত লাভ করেছি। আমাদের মধ্য হতে শুধু একজন মুহাম্মাদ নায়ীম শহীদ হয়েছেন।

ঈদুল আযহার রাতে যখন আমি তাঁর লাশকে পাহারা দিতেছিলাম তখন আশ–পাশের সমস্ত গাছপালা, বৃক্ষ–লতা, পানি এবং সবকিছুকে যিকির–তেলাওয়াত করতে শুনেছি। আমি মনে করেছি স্বপ্নের মধ্যে এটা দেখছি। কিন্তু আসলে তো আমি জাগ্রতই ছিলাম। পরে জানতে পারলাম শহীদ (রঃ) শাহাদাতের পূর্বে তার সাথীবর্গের নিকট বলেছিল যে, তোমরা তো কাবুলেই ঈদের নামায পড়বে কিন্তু আমি ইনশাআল্লাহ জান্নাতে পড়ব। তার শাহাদাতের পর সেখানের পাহাড়, গাছপালা এমন সুগন্ধিযুক্ত হয়েছিল, যেন সবকিছুই আতর মাখার মধ্যে লিপ্ত।

(৩) কমাণ্ডার খালেদ যুবায়ের শহীদ (রহঃ) একযুদ্ধের ঘটনা

শুনায়েছেন। আমরা ৯ই রমাযান সকাল ৮টায় শত্রুর ফাঁড়িতে (যামাহখোলায়) আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেহরীর পূর্বেই খানা খেয়ে মারকায থেকে রওয়ানা করলাম। ফায়সালাবাদের ১৯ বছরের এক নব যুবক মুজাহিদ, হাফেজ হাবীবুর রহমান তাকে সে হামলায় যেতে নিষেধ করেছি। কারণ সে আমাদের মারকাযে তারাবীহের নামায পড়ায়।

কিন্তু এতে সে নাখোশ হল এবং খুব কাকুতি–মিনতী করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের পর অনুমতি দিতে বাধ্য হলাম। অনুমতি পেয়ে খুশীর আর নেই শেষ।

আমরা দুশমনের ফাঁড়ির উপর মিসাইল দ্বারা আক্রমণ করলাম। হাবীবুর রহমানও দাশাক্কা (বিমান বিধ্বংসী কামান) দ্বারা প্রবল হামলা করতেছিল। ইফতারের আনুমানিক দশ মিনিট পূর্বে যখন শত্রু পক্ষ হতে বৃষ্টির ন্যায় গুলি বর্ষিত হচ্ছিল।

তখন সে দু'জন সাথীর মাঝখানে পরিখার মধ্যে বসাবস্থায় ছিল। চতুর্থ সাথী পরিখার মধ্যে সংকুলান না হওয়ায় বাইরেই বসে গেল। হাবীবুর রহমান তখন সাথীদেরকে বলতেছিল, আমরা তো এখন জান্নাতে অবস্থান রত। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে 'জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে' ঠিক আমরাও তো এখন গুলির ছায়াতলে। অতঃপর সে বলতেছিল, আজ ভীষণ পানি পিপাসা লেগেছে, যদি ইফতারটা জান্নাতে হত তাহলে কতই না ভাল হত! এ কথা বলা শেষ হতে না হতেই দুশমনের মর্টার তোফের এক গুলি নিকটে এসে বার্ষ্ট হল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল, যে সাথী পরিখার বাইরে ছিল তাকে গুলি আঁচ পর্যন্ত করেনি। পরিখার ভিতুরে একজন মাত্র সামান্য ক্ষত হয়েছে আর হাবীবুর রহমান যে জান্নাতে ইফতারের আকাংখা করেছিল তার নিকট বড় এক টুকরা এসে পড়ল এবং সাথে সাথে শাহাদাত বরণ করল।

(৪) শহীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর পিতা জনাব আহমাদুল্লাহ আশরাফ ছাহেব যিনি বাংলাদেশে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের মুয়াযযিন ছিলেন (তিনি বর্তমান খেলাফত আন্দোলনের আমীর, নূরিয়া কামরাঙ্গির চর মাদ্রাসার মুহতামিম—অনুবাদক)।

তার দাদা বাংলাদেশের শ্রদ্ধাভাজন আলেম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফিজ্জী হুজুর বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন।

শহীদ রহমাতুল্লাহ ১৯৮৬ সন থেকেই জামেয়াতুল উলূম বিন নুরী টাউন, করাচীতে লেখাপড়া করেছে। শাহাদাতের একমাস পূর্বে ১৯৮৮ সনের আগষ্টে সর্বপ্রথম জিহাদে অংশ নিয়ে আবার করাচীতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু জীবনের ঐ সুস্বাদকর বাস্তব অভিজ্ঞতায় এমন দীপ্ত ঈমান এবং জীবন উৎসর্গের এরকম উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেপ্টেম্বর মাসে প্রত্যাবর্তনের পর আবার পুরা এক বছরের জন্য নাম লেখায়।

শাহাদাতের তিন দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর দাদা তাকে বিয়ে করিয়ে দিচ্ছে। যেদিন শহীদ হলেন সেদিন প্রত্যুষে তাঁর বন্ধু বখতিয়ার হুসাইনকে উক্ত স্বপ্ন শুনায়ে বললেন, স্বপ্নের তাবীর আমার মনে হচ্ছে অদ্য হামলায় আমি শহীদ হয়ে যাব, তোমরা পশ্চাৎপদ হবে না এবং আমার পরিবারের লোকজনকে শাহাদাতের শুভসংবাদ দিয়ে সান্ত্বনা দিবে।

শহীদের পিতা আহমাদুল্লাহ আশরাফ ছাহেব তখন ঢাকাতেই ছিলেন। টেলিফোনে যখন তাকে সংবাদ শুনানো হল, তখন তিনি বললেন, শাহাদাতের সংবাদ আমি স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই পেয়েছি এবং ফোনে আলাপের পূর্বেই আমার পুত্রের শাহাদাতের কথা লোকজনকে বলেছি।

অতঃপর মুজাহিদগণ শহীদের লাশ এম্বুলেন্সযোগে করাচী পৌছাল এবং সেখান থেকে বিমানে ঢাকা পৌছানো হয়েছিল। ঢাকাস্থ (জাতীয় মসজিদ) বায়তুল মোকাররমে অনেক উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মুসল্লির উপস্থিতিতে তাঁর নামাজে জানাযা আদায় করা হয়েছে এবং আপন দাদার কবরের পাশেই তাকে সমাধিত করা হয়েছে।

(৫) মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ, হাকীম নামক একজন মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শহীদ তামীয খানের কবর থেকে তাকে সাত মাস পরে উঠায়েছেন এবং আপন অবস্থায়ই পেয়েছেন। তাঁর শরীর থেকে এখনও রক্ত ঝরছে এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি বের হচ্ছে।

(৬) মাওলানা আবদুল কারীম ছাহেব বর্ণনা করেন, আমার প্রায় বারশত শহীদের লাশ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু একটা লাশও পরিবর্তিত দেখিনি এবং একটা লাশের সাথেও কুকুরকে অসদাচারণ করতে দেখিনি। অথচ কমিউনিষ্টদের লাশের সাথে অহরহ এ রকম দেখা গিয়েছে। (আয়াতুর রহমান, পৃঃ ১০০)

(৭) পাকতিয়ার মাওলানা জলীলুদ্দীন বলেন, আমি একজন শহীদের লাশও কুকুরকে স্পর্শ করতে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আমি একজন শহীদের লাশ এরকম দেখেছি যে, পঁচিশদিন পর্যন্ত রয়েছে এবং তার সাথে কমিউনিষ্টদের লাশও রয়েছে সবগুলো কুকুরে খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, অথচ শহীদের লাশ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

(আয়াতুর রহমান, পৃঃ ১০১)

(৮) ওমর হানিফ বর্ণনা করেন, সাইয়্যেদ শাহ নামক একজন হাফেজে কুরআন মুজাহিদ আমাদের সাথে ছিলেন। যিনি ইবাদত–বন্দেগী এবং তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল।

তিনি এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন। আমি এবং কমাণ্ডার নূরুল হক সহ আড়াই বছর পর তার কবরের নিকট গেলাম এবং তার কবর খুলে দেখলাম আড়াই বছর পূর্বে আমি নিজ হস্তে যেরকম দাফন করেছিলাম ঠিক তদ্রূপই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁর দাড়ি একটু পূর্বের থেকে লম্বা হয়েছে। আরো বিস্ময়কর ঘটনা হল তার শরীরের উপর কালো রেশমীর জুব্বা দেখলাম এবং সে জুব্বা স্পর্শ করলে সাথে সাথে তার থেকে আসছে মেশক আম্বারের ন্যায় সুগন্ধি।

(আয়াতুর রহমান, পৃঃ ৭০)

শহীদের কাফন–দাফন এবং জানাযার নামাযের মাসায়েল

শহীদ দু' প্রকার—প্রথমতঃ যাকে গোসল এবং কাফন ব্যতীত শুধুমাত্র তাঁর শরীরে যে কাপড় রয়েছে তা দ্বারা আবৃত করে জানাযার নামায পড়ে দাফন করা হয়।

আর দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর্গীয় প্রেরণা অনুযায়ী পরকালে শাহাদাতের ফযীলাত অর্জিত হবে কিন্তু ইহজগতে তার উপর শহীদের আহকাম বর্তাবে না। অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের ন্যায় তাঁকেও কাফন-দাফন এবং গোসল দেয়া হবে। এ জাতীয় শাহাদাতের ফযীলাত অনেক ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। সর্বপ্রথম প্রকৃত শহীদের সংজ্ঞা এবং তার আহকাম বর্ণনা করা হচ্ছে—

প্রকৃত শহীদ বা প্রথম প্রকারের শহীদ হল এমন নিহত ব্যক্তি যাঁকে গোসল এবং কাফন দেয়া হয় না এবং তার মধ্যে নিম্নবর্তী সাতটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

(১) মুসলমান হওয়া। কাফেরদের জন্য কখনও কোন অবস্থায় শাহাদাতের ফযীলাত হাসিল হবে না।

(২) বালেগ এবং সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি পাগল অথবা নাবালেগ অবস্থায় নিহত হবে সে শহীদের বর্ণিত ফযীলাত পাবে না। (যদিও অন্য কারণে কোন পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়—অনুবাদক)

(৩) হদসে আকবর থেকে পবিত্র হওয়া। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নিহত হয় তাহলে তার উপর শহীদের আহকাম বর্তাবে না।

(৪) নিরাপরাধ নিহত হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে যেয়ে বা সাধারণ মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর শহীদের আহকাম বর্তাবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি যদি (নির্যাতিত হয়ে) কোন মুসলমানের হস্তে বা জিম্মির (অর্থাৎ এমন কাফের যে মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা) হস্তে নিহত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা হওয়া শর্ত। সুতরাং কোন ধারালো অস্ত্র ছাড়া যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি শহীদের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে, লোহার যে কোন বস্তুই হোক না কেন তা ধারালো অস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি অবশ্যই ধারালো অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু রণাঙ্গনে কাফেরদের হস্তে এবং রাষ্ট্রদ্রোহী ও ডাকাতের হস্তে হলে এরকম কোন শর্ত নেই।

(৬) এমন হত্যা হতে হবে যার বদলা শুরু থেকেই কিসাস আসে। যদি এমন হত্যা হয় যে যার ক্ষতিপূরণ মাল আসে তাহলে উক্ত ব্যক্তি প্রথম প্রকারের শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি গ্রাম বা আবাসস্থলের নিকট হত্যা হয়েছে এবং হত্যাকারীকেও পাওয়া যাচ্ছে না। আর সেটা রণক্ষেত্রও না তাহলে, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি উপর দিয়াত (রক্তপণ জরুরী) হয়। কেসাস ওয়াজিব হয় না। সুতরাং প্রকৃত শহীদের হুকুম জারি হবে না।

শুরু থেকেই কিসাসের বাধ্যতা এজন্য করা হয়েছে যে, শুরুতে আসলে কিসাসই জরুরী ছিল। কিন্তু কোন কারণে কিসাস ক্ষমা হয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরে মাল নির্ধারণ হয়েছে। তবুও শহীদের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি নির্যাতিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়েছে কিন্তু তার উত্তরাধিকাররা মালের বিনিময় চুক্তি করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যেহেতু প্রারম্ভিকভাবে কিসাস ওয়াজিব হয়েছিল বিধায় প্রকৃত শহীদের আহকামই জারী হবে।

(৭) আহত হওয়ার পর পার্থিব কোন প্রকার আরাম আয়েশ এবং উপকার গ্রহণ না করতে হবে। যেমন, খাওয়া-দাওয়া, বেচা-কেনা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। এমনিভাবে তার উপর পূরা এক ওয়াক্ত নামাজের সময় চেতন এবং হুঁশ অবস্থায় অতিক্রম না হতে হবে। বা হুঁশ অবস্থায় রণাঙ্গন থেকে তাকে যদি না আনা হয়ে থাকে। তবে যদি জীবজন্তুর বা গাড়ির নীচে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে রণাঙ্গন থেকে নিয়ে আসা হয় তাহলে এমতাবস্থায়ও প্রকৃত শহীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি আহত হওয়ার পর অনেক কথা বলে তাহলেও সে প্রকৃত শহীদের আহকাম থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, বেশী কথা বলা সুস্থ দেহের অধিকারী ব্যক্তিরই সম্ভব। এমনিভাবে যদি উক্ত ব্যক্তি পার্থিব কোন বিষয় ওছিয়ত করে যায় তাহলেও প্রথম প্রকার শহীদের আহকাম তার উপর বহাল হবে না। তবে যদি দ্বীনি বিষয় হয় তাহলে তাতে কোন

অসুবিধা নেই।

উল্লেখিত বিষয়গুলো কারুর বেলায় পাওয়া গেলে সে রণাঙ্গনে নিহত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম প্রকার শহীদের আহকাম থেকে বাদ পড়বে। তবে, আহত হওয়ার পর যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যদি উক্ত বিষয়গুলো সংঘটিত হয়ও তবুও প্রথম প্রকার শহীদের আহকাম তার উপর বর্তাবে। (শামী)

প্রকৃত শহীদ বা প্রথম প্রকারের শহীদের আহকাম

মাসয়ালা ঃ বর্ণিত শর্তসমূহ যে শহীদের মধ্যে পাওয়া যাবে তার হুকুম হল, গোসল দেয়া হবে না এবং উক্ত শহীদের শরীর থেকে রক্ত পরিস্কার করা হবে না। তবে যদি রক্ত ব্যতীত অন্য কোন নাপাক জিনিস শরীরে বা কাপড়ে থাকে তাহলে তা পরিস্কার করতে হবে। (শামী)

মাসয়ালা ঃ শহীদের পরিহিত কাপড় খোলা হবে না। বরং যদি প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে কমানো হবে, এমনিভাবে যদি পোষাকের কোন অংশ এমন বস্তু হয় যা দ্বারা কাফন দেয়া সম্ভব নয় যেমন চামড়া তাহলে তা-ও খোলা হবে। তবে যদি এমন বস্তু ছাড়া শরীরে অন্য কোন জিনিস না থাকে তাহলে শরীর থেকে তা বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন নেই। (শামী)

মাসয়ালা ঃ টুপি, জুতা, লৌহবর্ম, হাতিয়ার ইত্যাদি এ জাতীয় বস্তু সর্বাবস্থায় শরীর থেকে রেখে দেয়া হবে। এগুলো ব্যতীত বাকী আহকাম সাধারণ মাইয়্যেতেরই ন্যায়। উল্লেখিত শর্তসমূহ থেকে যদি কোন একটা না পাওয়া যায় তাহলে সাধারণ মাইয়্যেতের ন্যায়ই হুকুম বর্তাবে। (শামী)

দ্বিতীয় প্রকারের (বা হুকমী) শহীদ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকারের শহীদগণ পরকালে আসল শহীদের সম্মান এবং মর্যাদা পাবে। কিন্তু ইহলোকে তার উপর শহীদের আহকাম বর্তাবে না বরং সাধারণ মুসলমানের ন্যায় আচরণ করা হবে।

শহীদের দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে সমস্ত মুসলমান প্রবেশ করবে তা গণনায় প্রায় চল্লিশের ঊর্ধ্বে যাবে। কিন্তু এগুলো এক সাথে একই হাদীসের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব রদ্দুল মুহতারে তা একত্রিত করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ —

(১) এমন বিনা অপরাধী নিহত ব্যক্তি যে প্রথম প্রকারের শহীদের অন্তর্ভুক্ত এজন্য হবে না যে, হয়ত উপরোল্লিখিত শর্তসমূহের কোন একটি তার মধ্যে পাওয়া যায়নি। যেমন, নিহত ব্যক্তি হয়ত পাগল বা নাবালেগ। অথবা গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নিহত হয়েছে বা হায়েয, নেফাসওয়ালা মহিলা। অথবা এমন নিহত ব্যক্তি যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিসাস নয় বরং মাল জরুরী হয়।

অথবা এমন কোন ব্যক্তি যে ডাকাত, রাষ্ট্রদ্রোহী, অথবা কাফেরের হাতে আহত হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব কোন উপকৃত হওয়ার কারণে প্রকৃত শহীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরকালে শহীদের মর্যাদায় সমাসীন হবে। যদিও দুনিয়ায় বর্তাবে না।

(২) কেউ কোন কাফের, রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতের উপর হামলা করেছে কিন্তু ভুলক্রমে বা ফিরে উক্ত আঘাত নিজের উপরই লেগেছে এবং নিহত হয়েছে।

(৩) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার সীমান্তে প্রহরী থাকা অবস্থায় সাধারণ মৃত্যুবরণ।

(৪) কেউ একনিষ্ঠভাবে এবং দৃঢ়চিত্তে আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার প্রার্থনা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ মৃতই হয়েছে।

(৫) জালেমের হাত থেকে নিজেকে বা নিজ পরিবার হেফাজতের জন্য লড়াই করতে যেয়ে মৃত্যুবরণ করা।

(৬) নিজ মালকে জালেমের কবল থেকে বাঁচানো বা প্রতিরোধ করতে যেয়ে লড়াইতে নিহত হওয়া।

(৭) রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হয়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

(৮) কেউ জুলুম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে আত্মগোপন অবস্থায় মৃত্যুবরণ

করেছে।

(৯) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী। এমনকি মহামারী চলাকালীন কেউ এমনিতে উক্ত এলাকায় মৃত্যুবরণ করলেও ধৈর্য্যের ফল হিসেবে তাকে শাহাদাতের সওয়াব দেয়া হবে।

(১০) কলেরা বা ডাইরিয়াতে মৃত্যুবরণকারী।

(১১) নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী।

(১২) ফুসফুসের ক্ষতের কারণে মৃত্যুবরণকারী।

(১৩) মৃগী রোগে আক্রান্ত বা কোন বাহন থেকে পড়ে মৃত্যুবরণকারী।

(১৪) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী।

(১৫) সমুদ্রের মধ্যে বমিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী।

(১৬) যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় চল্লিশবার—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

পাঠ করেছে এবং উক্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।

(১৭) খাদ্যবস্তু গলধঃকরণের ক্ষেত্রে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী।

(১৮) বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত ব্যক্তি।

(১৯) হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে মৃত ব্যক্তি।

(২০) অগ্নিতে হতাহত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(২১) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(২২) ভবন বা দেওয়াল ধ্বসে পড়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(২৩) গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মহিলা।

(২৪) সন্তান প্রসব অবস্থায় অথবা প্রসবের পর রক্তক্ষরণ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মহিলা।

(২৫) কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মহিলা।

(২৬) যে মহিলার স্বামীর অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত। তাতে সে ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

(২৭) ন্যায়সংগতভাবে মহব্বতকারী এবং তার মহব্বত গোপন রেখে সে অবস্থায় সীমাহীন বেদনায় মৃত্যুবরণকারী।

(২৮) সাধারণ গরীব বাসগৃহে মৃত্যুবরণকারী।

(২৯) এলমে দ্বীন অন্বেষণকারী।

(৩০) বেতনভাতার উদ্দেশ্যে নয় বরং যে মুয়াজ্জিন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযান দেয়।

(৩১)যেব্যক্তি তার স্ত্রী–পুত্রের সংবাদ রাখে তাদের ব্যাপারে নির্দেশিত আহকামের প্রতি সদয় হয় এবং তাদের হালাল রুজীর সুব্যবস্থা করে।

(৩২) সত্যবাদী ব্যবসায়ী।

(৩৩) যে ব্যবসায়ী মুসলমানদের শহরে খাদ্যবস্তু পৌছানোর কাজ আঞ্জাম দেয়।

(৩৪) যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন করেছে। এমনকি অসৎলোকের সাথেও শরীয়তের গণ্ডির বাইরে খারাপ আচরণ করেনি।

(৩৫) উম্মতের বিভীষিকাময় অবস্থায় সুন্নাতের উপর অটল ব্যক্তি।

(৩৬) যে ব্যক্তি রাত্রে ওযুর সাথে নিদ্রা গিয়েছে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

(৩৭) জুমার দিনে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

(৩৮) যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিম্নের দুয়া পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِى الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ “হে আল্লাহ আমাকে মৃত্যুর অবস্থায় বরকত দাও এবং মৃত্যুর পরের অবস্থায়ও বরকত দান কর।”

(৩৯) যে ব্যক্তি চাশতের নামাজ (অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে) পড়ে, প্রত্যেক মাসে তিনটা রোযা রাখে এবং ছফর–মুকিম সর্বাবস্থায় বেতেরের নামাজ পড়ে।

(৪০) প্রত্যেক রাত্রে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতকারী।

(৪১) যে ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একশতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে।

(৪২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে ব্যক্তি সকাল বেলায়—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

তিনবার সহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে আল্লাহ পাক তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে।

এমনিভাবে কেউ যদি সন্ধ্যাবেলায় পাঠ করে তাহলে তারজন্য সকাল পর্যন্ত সত্তরহাজার ফেরেশতা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। (শামী)

এতক্ষণ পর্যন্ত দু'প্রকার শহীদের আলোচনা হল। যার সারসংক্ষেপ হল—প্রথম প্রকারের শহীদ ইহকাল-পরকাল উভয় জাহান হিসেবেই শহীদ। দুনিয়ায় এ হিসেবে যে, তাকে গোসল এবং কাফন পরানো হয় না। আর পরকালের হিসেবে এজন্য যে, পরকালে শহীদের সমস্ত সম্মান-মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের শহীদ, যাকে শহীদে হুকমীও বলা হয়, তার হুকুম হল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে আখেরাতে শহীদের সম্মান-মর্যাদা লাভ করবে এবং তাদের সাথে প্রকৃত শহীদের ন্যায়ই আচরণ করা হবে। কিন্তু ইহজগতে তারা সাধারণ মানুষের মতই আচরণ পাবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ন্যায় তাদেরকে গোসল এবং কাফন-দাফন করা হবে।

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি রণাঙ্গনে আল্লাহর রাহে শাহাদাতবরণ করে, বান্দার হক ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি রণাঙ্গনে শাহাদাতবরণ করে অথবা তার সাধারণ মৃত্যু হয়,তাহলে উভয়ের জন্য হুকুম হল সর্বপ্রথম তার পরিত্যাক্ত সম্পদ দ্বারা কাফন-দাফন এবং ঋণ পরিশোধ করবে। এরপর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা ঐ ব্যক্তির নামায এবং রোযার ফিদয়া আদায় করবে। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বে ফিদয়ার জন্য ওছিয়ত করে তাহলে তা পূর্ণ করা উত্তরাধিকারদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু ওছীয়ত না করলে তা পূর্ণ

করা ওয়াজিব নয়, দিলে ভাল না দিলে কোন ক্ষতি নেই।

প্রত্যহ বিতির সহ ছয় ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া প্রদান করবে। এক ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া হল পৌনে দু'সের গম। তবে উত্তম হল পূর্ণ দু'সের দেয়া। এমনিভাবে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া দেয়া।

মুজাহিদগণের উত্তম পন্থা হল, ময়দানে জিহাদে যাওয়ার পূর্বেই নিজ দায়িত্ব এবং ঋণগুলো বুঝিয়ে দেয়া। যাতে করে তার দায়িত্বগুলো আদায় করতে কোন অসুবিধা না হয়। এমনিভাবে কারুর উপর হজ্জ ফরজ হলে তা–ও বদলী আদায় করার কথা বলে যাওয়া।

উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির মালের এক–তৃতীয়াংশ থেকে ওছীয়ত পূর্ণ করা ওয়াজিব। এর অতিরিক্ত নয়। বেশী অংশ নিজেদের পক্ষ থেকে দিলে ভাল না দিলে কোন অসুবিধা নেই।

বর্তমান আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে বিভিন্ন ধরণের নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় গোসল, কাফন, জানাযা পড়াও অসুবিধা হয়ে পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম এবং ফায়সালা কি তা নিম্নে দেয়া হল।

যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে এন্তেকাল করেছে

পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীকে উঠানোর পর পুনরায় গোসল দেয়া জরুরী। কারণ মাইয়্যেতকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর দায়িত্ব। তবে পানি থেকে তোলার সময় গোসলের নিয়্যতে নাড়া–চাড়া দিয়ে উঠালে উক্ত দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। (বাহরুর রায়েক)

(টীকা ঃ পানি থেকে শুধুমাত্র উঠানোর দ্বারাই ওয়াজিব গোসল আদায় হয়ে যাবে। তবে পানি থেকে উঠানোর সময় সুন্নাতের নিয়্যতে নাড়া–চাড়া দিয়ে উঠালে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় গোসলের কোন প্রয়োজন নেই—অনুবাদক)

পানি থেকে উঠানোর পর কাফন দিয়ে জানাযার নামাযান্তে নিয়মিতভাবে দাফন দিবে। তবে যদি কোন কাফের, ডাকাত, রাষ্ট্রদ্রোহী

কাউকে পানিতে ডুবায়ে মারে এবং তার উপর শহীদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে তাহলে প্রথম প্রকারের শহীদের হুকুমই জারী হবে।

যে লাশ ফুলে গিয়েছে

কোন লাশ যদি পানিতে থেকে অথবা এমনিতেই গোসল দেয়ার দেরী হয়ে গিয়েছে এবং এমনভাবে ফুলে গিয়েছে যে হাত স্পর্শ করে গোসল দেয়া সম্ভব নয় তাহলে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র পানি ঢেলে দিবে এবং জানাযার নামায পড়ে দাফন করে দিবে। কিন্তু যদি জানাযার পূর্বেই ফেটে যায় তাহলে জানাযার নামায ব্যতীতই দাফন করে দিবে।

(বাহরুর রায়েক)

দুর্গন্ধযুক্ত লাশের হুকুম

যদি কোন লাশে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় কিন্তু এখনও ফাটেনি তাহলে তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। (বাহরুর রায়েক)

শুধু হাড্ডি পাওয়া গেলে তার হুকুম

যদি কোন লাশের এমন অবস্থা হয় যে, শুধু হাড় ছাড়া অন্য কিছু বাকী নেই তাহলে এমতাবস্থায় সেগুলোকে একটা পবিত্র কাপড়ে দাফন করে দিবে। তার উপর গোসল এবং জানাযা কিছুই জরুরী নয়।

আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীর হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি অগ্নিতে বা বিদ্যুতে পুড়ে মারা যায় তাহলে তাকে নিয়মিত কাফন, গোসল এবং জানাযার নামাযসহ দাফন দিতে হবে।

(আহকামে মাইয়্যেত)

কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি কাফেরের হস্তে, ডাকাতের অথবা রাষ্ট্রদ্রোহীর হাতে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং শহীদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে তাহলে প্রথম প্রকারের শহীদের হুকুম তার উপর বর্তাবে।

পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে তার হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। অথবা শরীরের অধিকাংশ পুড়ে কয়লা হয়ে যায় তাহলে তার উপর গোসল, কাফন এবং জানাযা ওয়াজিব নয় বরং শুধু একটা পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

কিন্তু যদি শরীরের অধিকাংশ ভালো থাকে তাই সেটা মাথা ব্যতীতই হোক না কেন অথবা শরীরের অর্ধেক পরিমাণ মাথাসহ ভালো থাকে কিংবা সমস্ত শরীর প্রজ্জ্বলিত হয়েছে ঠিক কিন্তু একেবারে ভস্ম হয়নি, সাধারণ পুড়েছে তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত লাশকে নিয়মিত গোসল, কাফন–দাফন দেয়া হবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

দেওয়াল ধ্বসে মৃত্যুবরণকারীর হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি দেওয়াল ধ্বসে অথবা উঁচু স্থান থেকে পড়ে অথবা এমন কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যুবরণ করে যেমন, গাড়ি এক্সিডেন্ট করে মারা যায় এবং তার শরীরের অধিকাংশ বাকী থাকে তাহলে তার উপর নিয়মিত সবকিছু করা হবে। কিন্তু যদি এসব ঘটনা কোন কাফেরের দ্বারায় বা হাইজ্যাকার অথবা রাষ্ট্রদ্রোহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং শহীদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে তাহলে তার উপর শহীদের হুকুম বর্তাবে।

যে লাশ কূয়া বা অন্য স্থান থেকে উঠানো সম্ভব নয় তার হুকুম

যদি কোন লাশ কূয়া বা এমন কোন গর্ত যার থেকে উঠানো সম্ভব নয় তাহলে সেটাকেই কবর মনে করা হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া লাশের হুকুম

সমুদ্রে পড়ে যদি কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তার থেকে কাফন, দাফন, জানাযা মাফ হয়ে যাবে। কারণ জানাযার নামায পড়তে হলেও তো লাশের উপস্থিতি জরুরী। (আহকামে মাইয়্যেত)

মুসলমান এবং কাফেরের লাশ যদি মিলে যায় এবং পার্থক্য করা সম্ভব না হয়

যদি কোনভাবে মুসলমানের লাশ পৃথক করা যায় তাহলে সমস্ত হুকুম তার উপর বর্তাবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

আর যদি কোন ভাবেই পৃথক করা সম্ভব না হয় তাহলে তার তিন হুকুম—(১) যদি অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানের হুকুমই সকলের উপর জারী হবে। শুধুমাত্র জানাযার সময় শুধু মুসলমানের নিয়্যত করবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

(২) আর যদি কাফের লোক মৃত্যুবরণকারী বেশী হয়ে থাকে তাহলে কাফন, গোসল এবং মুসলমানদের নিয়্যতে জানাযা পড়া হবে। কিন্তু সকলকে কাফেরদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। (শামী ঃ আহকামে মাইয়্যেত)

(৩) কিন্তু যদি মৃত্যুবরণকারী লোকগুলো সমান সমান হয় তাহলে গোসল এবং কাফন করানো হবে এবং শুধু মুসলমানদের নিয়্যতে জানাযাও পড়া হবে। কিন্তু দাফন নিয়ে ফুকাহে কিরামগণের তিনটা মত রয়েছে—

(ক) মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে।

(খ) কাফেরদের কবরস্থানে দাফন করা হবে।

(গ) তাদের জন্য ভিন্ন কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয় মতটাই বেশী গ্রহণযোগ্য। তবে যে কোন একটির উপর আমল করলেই জায়েয হবে।

অজ্ঞাত মাইয়্যেতের হুকুম

কোন লাশ সম্পর্কে যদি এমন ঘটনা হয় যে, সেটা মুসলমান না কাফের তা জানা না যায় তাহলে দেখতে হবে লাশটি যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেটা যদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হয় তাহলে মুসলমানের ন্যায় আচরণ করা হবে। আর যদি কাফেরদের বসবাসস্থল হয় তাহলে তাদের হুকুমই বর্তাবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

যদি কোন মাইয়্যেতকে জানাযা ব্যতীতই দাফন করা হয় তাহলে তার হুকুম

যদি কোন লাশকে ভুলক্রমে গোসল না করায়ে বা গোসল এবং জানাযা কিছুই না করায়ে দাফন করতে নেয় এবং যদি মাটি দেয়ার পূর্বেই খেয়াল আসে তাহলে সেগুলো পূর্ণ করে পুনরায় দাফন করবে। আর যদি মাটি দেয়ার পর স্মরণ হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ফুলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জানাযার নামায কবরের উপর পড়বে।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি জানাযার নামায না পড়ে তাহলে জীবিতরা মস্তবড় গুনাহগার হবে। (শামী ঃ আহকামে মাইয়্যেত)

আত্মহত্যাকারীর হুকুম

যদি কেউ নিজ হস্তে নিজেকে ভুলক্রমে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে তাকে গোসল, কাফন দাফন সবকিছুই করা হবে।

(আহকামে মাইয়্যেত)

(তবে বড় কোন আলেম তার জানাযা পড়াবে না—অনুবাদক)

লাশের কিছু অংশ হস্তগত হলে তার হুকুম

যদি কোন লাশের সমস্ত অংশ পাওয়া না যায় বরং কিছু অংশ হস্তগত হয় তাহলে তার কয়েক অবস্থা—

শুধুমাত্র হাত, পা, মাথা বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ পাওয়া গিয়েছে তাহলে তার উপর কিছুই লাগবে না বরং কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

মাইয়্যেতের বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়া গিয়েছে যা একত্রিত করলে শরীরের অর্ধাংশের কিছু কম হয়, এমনিভাবে শরীরের অর্ধাংশ ঠিকই পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মাথা ব্যতীত, তাহলে এরকম উভয় অবস্থায়ই গোসল, কাফন, জানাযা কিছুই লাগবে না। বরং কোন কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

আর যদি মাইয়্যেতের অর্ধাংশ মাথা সহ পাওয়া যায় অথবা মাথা ব্যতীত এমনিতেই অধিকাংশ পাওয়া যায় তাহলে তার উপর সবকিছুই করতে হবে অর্থাৎ গোসল, কাফন, জানাযা, অতঃপর দাফন।

(শামী ঃ আহকামে মাইয়্যেত)

কাফন দাফনের পর মাইয়্যেতের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়েছে এখন তার হুকুম

কাফন–দাফনের পর যদি মাইয়্যেতের বাকী অংশ পাওয়া যায় তাহলে তার উপর নতুন করে আর জানাযা এবং গোসল দেয়া লাগবে না বরং কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

জীবদ্দশায় কোন অঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটলে তার হুকুম

জীবিত অবস্থায় কারুর কোন অঙ্গ শরীর থেকে অপারেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটলে তার উপর গোসল এবং জানাযা পড়তে হবে না। বরং কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

কবর থেকে লাশ বের হলে তার হুকুম

কোন কারণে যদি কবর থেকে খুলে যায় এবং কবরের লাশ বের হয়ে আসে এবং সেটা যদি ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে পরিপূর্ণ কাফন দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কোন রকম কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিবে।

আর যদি লাশ ফেটে না থাকে বরং স্বীয় অবস্থায় থাকে এবং শরীরে কাপড় না থাকে। তাহলে পূর্ণ সুন্নাত মুতাবিক কাফন পরানো হবে। যদি এরকম বার বারও একই লাশের সাথে করতে হয় তা–ও করবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে এ সমস্ত কাফনের খরচাদি মাইয়্যেতের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকেই করা হবে। যদি সম্পদ বন্টন হয়ে থাকে তাহলে অংশ হিসেবে উত্তরাধিকারদের থেকে নেওয়া হবে। (আহকামে মাইয়্যেত)

ডাকাত অথবা রাষ্ট্রদ্রোহী লড়াই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম

কোন ডাকাত বা রাষ্ট্রদ্রোহী লড়াই করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার কর্মকে তুচ্ছ এবং অন্য মানুষকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য তাকে গোসল দেওয়া এবং জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকবে। বরং এমনিতেই দাফন করে দিবে। তবে যদি লড়াইয়ের পর শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হয় বা এমনিতেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে গোসল, কাফন–দাফন সবকিছুই করা হবে। উল্লেখ্য যে, যারা ভাষার জন্য, পার্টিগত কারণে এবং আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে হতাহত হয় তাদের হুকুমও অনুরূপ।

(আহকামে মাইয়্যেত)

শহীদের আত্মা স্বপ্নে দেখার মর্ম

* যদি কোন শহীদ ব্যক্তিকে সাদা অথবা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় তাহলে সে জান্নাতি বলে বুঝা যাবে।

* শহীদের আত্মা স্বপ্নের মধ্যে যা কিছু বলে সেটা সত্য বলে বিবেচিত হবে, তবে শয়তান যদি রূপ ধারণ না করে।

* শহীদের আত্মা যদি স্বপ্নের মাধ্যমে কোন নাজায়েয অছীয়ত করে তাহলে তার কোন ধর্তব্য নেই। বরং সেগুলোকে শয়তানের ধোকা বলে মনে করা হবে।

* শহীদের আত্মার অছীয়ত সেগুলোই গৃহিত হবে যা শরীয়তসম্মত।

হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব (রহঃ) তাঁর কিতাব 'আলমে বরযখ' এর মধ্যে লিখেছেন—শহীদগণের আত্মা নিদ্রাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে।

হযরত সাবিত ইবনে কায়েসের (রাঃ) স্বপ্নে বিস্তারিত হেদায়াত

আতা খুরাসানী (রহঃ) হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর কন্যা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সাবিত (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যে যুদ্ধের ব্যাপারে

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

উক্ত যুদ্ধে মুসায়লামা কায্যাবের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং অটুট যুদ্ধ করার জন্য সাবিত (রাঃ) এবং সালেম মাওলা (রাঃ) পরিখা খনন করেন। অবশেষে তুমুল যুদ্ধের পর উভয় শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ) উত্তম এবং মূল্যবান লৌহবর্ম পরিধান করেছিলেন। শাহাদাতের পর তাঁর এই চমকপ্রদ লৌহবর্ম অবলোকন করে একজন লোক লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করে নিয়ে যায়। পরদিন একজনের স্বপ্নের মধ্যে হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর আত্মার সাক্ষাৎ। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে খুব গুরুত্বসহকারে বলেছেন—আমার শরীর থেকে অমুক ব্যক্তি লৌহবর্ম চুরি করে নিয়েছে, তার বাড়ী অমুক স্থানে এবং আমার বর্মের নিদর্শন এরকম। তুমি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সত্বর উক্ত বর্ম উদ্ধার করতে বলবে।

উক্ত ব্যক্তি যথাযথ ওছিয়ত পালন করলেন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সেই লৌহবর্ম উদ্ধার করলেন। স্বপ্নের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর নিকট তার ঋণ পরিশোধ এবং গোলাম আযাদের কথা বলতে বলেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) উক্ত ঘটনা শ্রবণের সাথেই তা যথাক্রমে পালনে সচেষ্ট হলেন। (আলমে বরযখ)

উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, শহীদগণের আত্মা স্বপ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করা সত্য এবং এটাও সত্য যে, যদি কুরআন হাদীস সম্মত কোন ওছিয়ত বা কথা বলে তা পালনযোগ্য। সত্য স্বপ্ন যেহেতু নবুওয়তের অংশ বিশেষ, এজন্য যদিও তার দ্বারা হুকুম সাবিত হয় না কিন্তু শুভসংবাদ বহন করে অবশ্যই এবং হুকুমকে স্পষ্ট করে দেয়।

ঢালাওভাবে শহীদ বলার প্রবণতা

আসলে শাহাদত আল্লাহ প্রদত্ত এক আজিমুশ্বান নেয়ামত। যার অকৃত্রিম আশা আকাংখা সকল মুমিন মুসলমানেরই থাকা দরকার। স্বয়ং

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তারজন্য তীব্র অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (اِلٰى اَنْ قَالَ) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ۔

"সেই সত্তার শপথ করে বলছি যার আয়ত্বে আমার জীবন, আমার বাসনা এবং কামনা তো এই যে, আমাকে আল্লাহর রাহে শহীদ করা হোক আবার জীবিত করা হোক, আবার আমাকে শহীদ করা হোক এবং আবার আমার জীবন দান করা হোক, আবার আমাকে শহীদ করা হোক এবং আবার জীবিত করা হোক এবংপুনরায় আমাকে শহীদ করা হোক।"

(মুসলিম শরীফ, খণ্ড–২, পৃঃ ১২৩)

সুতরাং সকল মুসলমানেরই শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা করা দরকার যে, আল্লাহ যেন তার রাহে শাহাদাত নছীব করেন।

শাহাদাত যেহেতু এক আজিমুশ্বান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত এবং উঁচু সম্মান, এজন্য সকলের ভাগ্যে এটা জুটে না বরং সৌভাগ্যশীলরাই এটা পায়। আফগানিস্তানে দেখা গিয়েছে এবং মুজাহিদদের মুখবাণী ছিল যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে জিহাদে শরীক হয় না, কিন্তু আমরা বছরের পর বছর জিহাদ করেও শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতে পারলাম না। শাহাদাত খুব কঠিন জিনিস এটা পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার।

আফগানিস্তানে এ রকম এক ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে দারুল উলূম করাচীর এক ছাত্র ভাইও ছিলেন। একবার রাত্রে সিদ্ধান্ত হল সকালে আক্রমণে যেতে হবে এবং তার বিস্তারিত কিছু দিক নির্দেশনাও দেওয়া হল। সকালে উঠে আমীর সাহেব সহ কয়েকজন গোসল করে সুঘ্রাণযুক্ত সাদা কাপড় পরিধান করলেন এবং ঘটনাক্রমে দেখা গেল যারা গোসল করে সুঘ্রাণযুক্ত কাপড় পরে আক্রমণে শরীক হয়েছিলেন শুধু তাঁরাই

শহীদ হয়েছেন। বাকী যারা ছিল তারা আফছোছ করতে লাগল আমরা কেন গোসল করে সুন্দর সুঘ্রাণযুক্ত কাপড় পরে আসলাম না!

সুতরাং বুঝা যায় সত্যই মহাসৌভাগ্যশীলদেরকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদাত নছীব করেন। উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসসমূহ ব্যতীত আরো অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে যার দ্বারা শহীদের সম্মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাই এত বড় সম্মান এবং মর্যাদা ভাগ্যবান ছাড়া কারা পেতে পারে?

কিন্তু বর্ণিত সমস্ত ফযীলাত এবং মর্যাদা তো সে সমস্ত শহীদগণের জন্য যাদেরকে কুরআন হাদীসের ভাষায় শহীদ বলা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণের অঢেল আশা–আকাংখা এবং অকৃত্রিম প্রত্যাশা তো সে শহীদের জন্যই, যা শরীয়তের পরিভাষায় শহীদ বলা হয়।

এখন শহীদ শব্দের এমন প্রবণতা চলছে যে, যেকোনভাবে যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে শহীদ বলে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে এবং সেভাবে তাকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখা হচ্ছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে শাহাদাতের সাথে কোন সম্পর্কই নেই তার। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে শহীদ বলে আহবান করাই হয়ত জায়েয নেই। (যেমন কাফের অমুসলিম ইত্যাদি)—অনুবাদক।

ফুকাহায়ে কিরামগণের নিকট শহীদ হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে এটাও একটা শর্ত রয়েছে যে, কোন প্রকার অন্যায়ের কারণে শাস্তিতে মৃত্যুবরণ না করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে একচেটিয়া যারা শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুবরণ করে তারাও শহীদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিষয়টার প্রতি অনেক সময় শিক্ষিত মহলও ভ্রূক্ষেপ করে না বরং পাশ কাটিয়ে যায়।

অনেক সময় রাজনৈতিক চাল বা জনসমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত নাম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাগণের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সামান্য উপকারের জন্য শরীয়তের পরিভাষায় 'শহীদের' কত বড় অপপ্রচারণা এবং অসম্মান করা হচ্ছে।

এমনিভাবে রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে পরস্পর দাঙ্গা–হাঙ্গামার

ক্ষেত্রে কেউ হতাহত হলে তাকেও বর্তমানে শহীদ বলা হচ্ছে। অথচ হাদীসের ভাষায় এসব লোক শহীদ নয়। যেমন এরশাদ হয়েছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَ لَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذَالِكَ قَالَ اَلْهَرَجُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শপথ ঐ সত্তার যাঁর আয়ত্বে আমার জীবন। ঐ সময় পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের (শান্তি এবং নিরাপত্তার অবসান না ঘটে) যে সময় হত্যাকারী কেন হত্যা করল সে তা নিজে চিন্তা করে পাবে না এবং নিহত ব্যক্তিও বুঝতে পারবে না যে, কেন সে হত্যা হল (তার আত্মীয়-স্বজনও নয়)।

জিজ্ঞেস করা হল এমন অবস্থা কেমনে হবে যে, (স্বয়ং হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত ব্যক্তি কেউ কারণ বুঝবে না) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হারজের' কারণে অর্থাৎ হত্যা এবং লুণ্ঠনের আধিক্যের কারণে। সুতরাং কাতেল এবং মাকতুল উভয় জাহান্নামী।" (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ যখন যুদ্ধের আসল স্থান কাফেরকে ছেড়ে পরস্পর একে অপরের উপর বড়ত্ব এবং অহংকার প্রকাশের জন্য লড়াই করেছে এবং একে অপরকে হত্যা এবং লুণ্ঠনের জন্য ওঁৎ পেতেছিল। সুতরাং যখনই এমনি অবস্থায় একে অপরকে হত্যা করবে তখন উভয়কে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ

“হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তরফদারীর দিকে আহবান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তরফদারী বা দলীয় কারণে লড়াই করে এবং জীবন দেয় সেও আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, কেউ যদি বংশগত কারণে, দলীয় কারণে বা ভাষাগত কারণে লড়াই করে জীবন দেয় তাহলে তাকে শহীদ তো দূরে থাক বরং নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলের অন্তর্ভুক্তই রাখা হবে না। সুতরাং কাউকে শহীদ বলার পূর্বে একটু চিন্তা করে দেখা দরকার যে, বাস্তবে সে শহীদ কি–না।

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ حَمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ اَوْيَدْعُو لِعَصَبِيَّةٍ اَوْيَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ مَنْ خَرَجَ عَلٰى اُمَّتِىْ بِسَيْفِهٖ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَ فَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشٰى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهٗ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ -

“হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (ন্যায় বিচারক মুসলিম) বাদশার অনুকরণ থেকে মুখ ফিরিয়েছে, মুসলমানের দল থেকে পৃথক রয়েছে এবং সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে তার মৃত্যুটা জাহেলী মৃত্যু হয়েছে। যে ব্যক্তি এরকম ঝাণ্ডার নীচে যুদ্ধ করেছে যার হক এবং বাতেল হওয়া স্পষ্ট নয়। বরং শুধুমাত্র নিজের তরফদারীর কারণে রাগান্বিত হয়েছে অথবা তরফদারীর দিকে আহবান করেছে অথবা তরফদারী হিসেবে সাহায্যকারী হয়েছে এবং সে অবস্থায় জীবন হারিয়েছে তাহলে সে জাহেলী মৃত্যু (অর্থাৎ হারাম) বরণ করেছে। এবং যে ব্যক্তি

আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নিয়েছে এবং মুমিনদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে একচেটিয়া ভাল-মন্দ সব হত্যা করেছে এবং সে সন্ধিচুক্তিও পূর্ণ করেনি, তাহলে এমন ব্যক্তি আমার থেকে নয় এবং আমিও তার থেকে নই (অর্থাৎ আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই—অনুবাদক)। (মেশকাত শরীফ)

এ হাদীসে নবী করীম (সাঃ) সেসমস্ত লোকের মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলে অভিহিত করেছেন যারা পক্ষপাতিত্বে লিপ্ত এবং ভাষা, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে দ্বন্দ্বে জড়ায় এবং সে বিবাদেই নিহত হয় কিংবা হত্যা করে।

প্রাদেশিকতা, ভাষা ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা কিছুকাল যাবত আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং এখন তাতে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটছে। ভাষাগত ও আঞ্চলিক বিবাদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রায়ই বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বিপর্যয়ে লোক নিহত হচ্ছে। এ হাদীস অনুযায়ী এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও অন্তঃকলহে নিহত ব্যক্তির মৃত্যু জাহেলিয়াতের (হারাম) মৃত্যু। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের এখানে এখন লোকদের শহীদ বলা হচ্ছে, সড়কসমূহের নামকরণ করা হচ্ছে। অথচ যারা এসব ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না এবং হাঙ্গামার মধ্যে নিরপরাধে নিহত হয় তাদের ব্যাপার ভিন্ন, তারা শহীদ হবে।

আমাদের দেশে কিছুদিন ধরে শহীদ শব্দের যেভাবে ব্যবহার চলছে তা খুবই লক্ষ্যণীয় ও সংশোধনীয়। যেকোন ব্যক্তি, সে অপরাধীই হোক না কেন, অন্যদের প্রতি গুলি চালাতে চালাতেই নিহত হোক না কেন, তাকেও শহীদ বলে দেয়া হচ্ছে। ধর্মীয় পরিভাষা, শরীয়ত যার অর্থ বলে দিয়েছে এবং এর জন্য শর্তসমূহ ও বিস্তারিত বিধান জানিয়ে দিয়েছে, তা ব্যবহারে আমাদের জনসাধারণ, সরকার ও গণমাধ্যমগুলোর দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। এ নামটি অযথা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

মুহাম্মদ যুবাইর আশরাফ উছমানী
খাদেমে তালাবা, জামেয়া দারুল উলূম করাচী
রমযানুল মোবারকের শেষ দশক ১৪১৮ হিঃ